CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-213 ■ 14 May, 2025 ■ আগরতলা ১৪ মে, ২০২৫ ইং ■ ৩০ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আদমপুর এয়ার ফোর্স স্টেশন পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী

বিশ্ব এখন এই নতুন ও দৃঢ় ভারতকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আদমপুরের এয়ার ফোর্স স্টেশনে সাহসী বায়ুসেনা ও যোদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ‘ভারত মাতার জয়’ স্লোগানের শক্তির কথা তুলে ধরে বলেন, বিশ্ব এখন এই স্লোগানের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এটি শুধুমাত্র একটি স্লোগান নয় বরং একটি পবিত্র শপথ, যা মাতৃভূমির গৌরব রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রত্যেক সৈনিক গ্রহণ করে। তিনি বলেন, এই স্লোগান হল প্রতিটি নাগরিকের কণ্ঠস্বর, যারা জাতির জন্য বাঁচতে চায় এবং গঠনমূলক অবদান রাখতে চায়।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ‘ভারত মাতার জয়’ ধ্বনিত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে। তিনি জানান, যখন ভারতীয় সেনারা ‘ভারত মাতার জয়’ বলে, তখন তা শত্রুর হৃদয়ে আতংকের সঞ্চার করে। তিনি ভারতের সামরিক শক্তির ওপর আলোকপাত করে বলেন, যখন ভারতীয় ড্রোন শত্রুর দুর্গের প্রাকার ধ্বংস করে এবং ক্ষেপণাস্ত্র নির্ভুলভাবে আঘাত হানে, তখন শত্রুর কানে শুধুই একটিই ধ্বনি পৌঁছায়‘ভারত মাতা কি জয়’। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, অন্ধকার রাতেও ভারত আকাশকে আলোকিত করার ক্ষমতা রাখে, শত্রুকে বাধ্য করে ভারতের দুর্দমনীয় আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে। তিনি ঘোষণা করেন, যখন ভারতের বাহিনী পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলের হুমকি ধ্বংস করে দেয়, তখন আকাশ থেকে সাগরের গভীরতাতেও প্রতিধ্বনিত হয়‘ভারত মাতার জয়’।

ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সাহস ও সংকল্পের প্রশংসা করে শ্রী মোদী বলেন, তারা কোটি কোটি ভারতীয়ের হৃদয়কে গর্বে ভরিয়ে দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেন, তাদের তুলনাহীন বীরত্ব ও ঐতিহাসিক কৃতিত্বের জন্য আজ প্রতিটি ভারতীয় আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, এই বীর যোদ্ধাদের সাক্ষাৎ পাওয়াটাই এক বিরাট সৌভাগ্য, এবং জোর দিয়ে বলেন, আজ থেকে কয়েক দশক পর যখন জাতির বীরত্বের গল্প বলা হবে, তখন এই অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া সেনারাই সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে বলেন, তারা শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও এক প্রেরণা হয়ে উঠেছেন। বীর যোদ্ধাদের এই ভূমি থেকে তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)-এর সাহসী সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি তাদের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন, ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রভাব গোটা দেশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, এই অভিযানের সময় প্রত্যেক ভারতীয় ছিলেন সৈনিকদের পাশে, তারা প্রার্থনা করেছেন এবং অটুট সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি সৈনিক ও তাঁদের পরিবারের প্রতি গোটা জাতির গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ‘অপারেশন সিঁদুর’ একটি সাধারণ সামরিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের অফার প্রদান অনুষ্ঠানে

রাজ্যে সামগ্রিক অপরাধের হার ১৯.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সামগ্রিক অপরাধের হার ১৯.৪ হ্রাস পেয়েছে। খুব সহসাই ত্রিপুরা পুলিশে ৯১৬ কনস্টেবল ও ২১৮ জন সাব ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার।আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতিবাচক পোস্ট বা বাড়বাড়ন্ত কোন অবস্থায় ছাড় দেওয়া হবে না। সেক্ষেত্রে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে গারদে পুরে দেওয়া হবে।

আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা পুলিশের ৯৭৫ কনস্টেবল (পুরুষ ও মহিলা) পদে অফার লেটার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৩৩২ জন মহিলা এবং ৬৪৩ জন পুরুষ সহ মোট ৯৭৫টি অফার বন্টন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে এবং অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই সরকার সবকিছু সময়মতো কাজ করে। সেজন্য যারা এখানে অফার নিতে এসেছেন তাদের জন্য আজ একটি স্মরণীয় দিন। যারা এই অফারের জন্য এখানে এসেছেন তারা সকলেই প্রতিভাবান। আপনাদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। কেউ বলতে পারবে না যে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য আপনারা এই চাকরি পেয়েছেন। এই সরকার যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে চাকরি প্রদান করছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরগুলিতে পরিকাঠামো এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত ৩৬৮.২১ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ডাই-ইন-হারনেস সহ ১৭,৫৫৪ জন চাকরি পেয়েছেন এবং কর্মসংস্থানও তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ২.১ লক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে। আমরা আরও যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গুণমানসম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তোলার উপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসই দশম ও দ্বাদশের ফল প্রকাশ, পাশের হার বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন (সিবিএসই)-র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল আজ প্রকাশিত হয়েছে। দেশজুড়ে এই পরীক্ষায় পাশের হার ৮৮.৩৯ শতাংশ। গতবারের থেকে যা ০.৪১ শতাংশ বেশি বলে জানিয়েছে বোর্ড। চলতি বছরে ১৭, ০৪, ৩৬৭ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন। পরীক্ষায় বসেছিলেন ১৬,৯২,৭৯৪ জন। উর্তীণ হয়েছেন, ১৪, ৯৬,৩০৭ জন। পাশের হারে ছাত্রীরা, ছাত্রদের থেকে এগিয়ে।

এইবার ৯১ শতাংশ ছাত্রী পরীক্ষায় উর্তীণ হয়েছেন। যা ছাত্রদের থেকে ৫.৯৪ শতাংশ বেশি।

এবছর দেশজুড়ে ২৬টি জায়গার ৭৮৪২টি সেন্টারে পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়ারাতে পাশের হার সব থেকে বেশি। সেখানে ৯৯.৬০ শতাংশ পড়ুয়া পরীক্ষায় উর্তীণ হয়েছেন। তালিকায় সবচেয়ে নীচে রয়েছে প্রয়াগরাজ। এই এলাকার পাশের হার ৮০ শতাংশ। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সিবিএসই বোর্ডের দ্বাদশ ও দশম শ্রেণির পরীক্ষা হয়।

সিবিএসই পরীক্ষায় ৯৫.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সম্ভাব প্রথম স্থান অর্জন করে কুমারঘাট মহকুমার নাম উজ্জ্বল করেছে বিপাশা দেব। সে এবছর আগরতলা শিশু বিহার স্কুল থেকে কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করে সিবিএসই পরীক্ষায় বসেছিল। তার এই সাফল্যে পরিবারের পাশাপাশি শিশু বিহার স্কুলেও ব্যাপক আনন্দ দেখা গেছে।

ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফটিকরায় লাল ডহর গ্রামের বিপাশা দেব এবছর সিবিএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কুমারঘাট এর নাম উজ্জ্বল করল। ফটিকরায় লাল ডহরের বনমালী দেব এবং শিবানী চৌধুরী দেবের ১৯ বছরের মেয়ে বিপাশা দেব এবছর আগরতলা শিশু বিহার স্কুল থেকে কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করে সিবিএসই পরীক্ষায় বসেছিল।

সে ৯৫.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম স্থান অর্জন করে কুমারঘাট মহকুমার নাম উজ্জ্বল করেছে। বিপাশার সর্বোচ্চ নম্বর ৪৭৮। সে পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতেই লেটার পেয়েছে। বিপাশা ছোটবেলায় ফটিকরায় আইডিইএল নার্সারিতে পড়াশোনা করে। এরপর সে কুমারঘাট হোলিক্রস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করে। তারপর আগরতলায় একটি ভাড়া বাড়িতে থেকে শিশু বিহার স্কুলে ক্লাস একাদশ শ্রেণীতে কমার্স নিয়ে ভর্তি হয়। বিপাশার সিবিএসইতে এই সাফল্যে গর্বিত তার মা-বাবা সহ গোটা কুমারঘাট ও শিশু বিহার স্কুল।

উত্তরপ্রদেশের হাপুরে অডিটরিয়াম উদ্বোধন

নারী সশক্তিকরণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার ঃ বিপ্লব দেব

নয়াদিল্লি, ১৩ মে।। আজ উত্তর প্রদেশের হাপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের আদর্শে পরিচালিত শ্রীমতি ব্রহ্মদেবী সরস্বতী বালিকা বিদ্যামন্দির উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লোকমাতা অহিল্যাবাই হলকার অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করলেন সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সংঘের (আরএসএস) সহায়তায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় ১০০ জন ছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে পাঠরত। এর মধ্যে ত্রিপুরার প্রায় ২৫ জন জনজাতি ছাত্রীরা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। সামাজিক কাজের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরাও সংঘের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা অধিকারগুলির সুফল পাচ্ছে।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে, বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরায় বর্তমান সরকারের সময়ে নারী সশক্তিকরনের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন কমিউনিস্টরা মহিলা ক্ষমতায়নের দোহাই দিয়ে দীর্ঘ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করে আসলেও তাঁদের কল্যানে তেমন পদক্ষেপ ছিলো না। কিন্তু বর্তমান সরকার ২০১৮ তে আসীন হওয়ার পর সমস্ত নিয়োগে ৩৩ু সরক্ষনের উদ্যোগ নেয়। এছাড়াও মহিলাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাশকতার ছায়া

অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ বিদ্যুৎমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবায় ঘন ঘন বিঘ্নের পেছনে সুপরিকল্পিত বৈদ্যুতিক নাশকতার ইঙ্গিত মিলেছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতন লাল নাথ আশঙ্কা প্রকাশ করে জানান, আগরতলা শহর সহ একাধিক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাহত করার নেপথ্যে একটি সংঘবদ্ধ দুষ্টচক্র সক্রিয় রয়েছে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, সাধারণ মানুষ যখন বিদ্যুৎ বিভ্রাটে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন, তখনই ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড এবং বিদ্যুৎ দপ্তর একযোগে তদন্তে নামে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে মন্ত্রী নিজে হস্তক্ষেপ করে তদন্তের নির্দেশ দেন এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। টিএসইসিএল সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার গভীর রাতে আগরতলার একাধিক এলাকায় হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অভিযোগ পেয়ে কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দেখা যায়, মূল লাইনে বিদ্যুৎ চলমান থাকলেও বিভিন্ন এলাকায় আলো নিভে গেছে। পরবর্তীতে খতিয়ে দেখে জানা যায়, একাধিক স্থানে ট্রান্সফরমারের গ্যাং ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও কোথাও কাটআউট খুলে ফেলা হয়েছে।

ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং সুপরিকল্পিত চক্রান্ত বলে উঠে এসেছে তদন্তে। শহরের মোট ২১টি ট্রান্সফরমারে এই ধরণের নাশকতার প্রমাণ মিলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ধলেশ্বর রোড নং ৮, চন্দ্রপুর দাসপাড়া, জয়গুরু অটোস্ট্যান্ড, শিবনগর পিএন দেব রোড, জামতলা, চন্দ্রপুর রেডিয়ান্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বৈত এপিক নম্বরের সংখ্যা খুবই কম ঃ নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। ভোটার তালিকা পরিচ্ছন্ন এবং আপডেটেড রাখতে ভারত নির্বাচন কমিশন প্রায় ২০ বছর পুরোনো সমস্যার সমাধান করেছে। ২০০৫ সাল থেকে বিভিন্ন ই.আর.ও.-গণ একই সিরিজের প্রকৃত ভোটারদের একই সিরিজের এপিক নম্বর দেওয়ায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছিলো। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানে ৯৯ কোটি ভোটারের সমগ্র ডাটাবেস ৩৬টি রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সি.ই.ও.-গণ সারা দেশের ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ভোটকেন্দ্র, ৪ হাজার ১২৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের ইআর.ও.-গণ অনুসন্ধান করেছেন। গড়ে প্রতি ভোটকেন্দ্রে প্রায় ১ হাজার ভোটার রয়েছেন। দ্বৈত এপিক নম্বর যা পাওয়া গেছে, তা খুবই নগণ্য।

যেমন, গড়ে ৪টি ভোটকেন্দ্রে ১ জন। ক্ষেত্র পর্য্যায়ের সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিভিন্ন নির্বাচন ক্ষেত্রে এবং ভোটকেন্দ্রে থাকা দ্বৈত ভোটারগণ প্রকৃত ভোটার। প্রতিটি ভোটারকেই নতুন নম্বরে নতুন এপিক কার্ড দেওয়া হয়েছে। এই সমস্যা ২০০৫ সাল থেকেই দেখা দিয়েছে, যখন বিভিন্ন রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক বিভিন্ন আলফা নিউম্যারিক সিরিজ চালু করেছে। ২০০৮ সালে নির্বাচন ক্ষেত্র পুনর্বিন্যাসের পর এই সিরিজগুলি আবার পরিবর্তন করা হয়। ঐ সময়ে কিছু বিধানসভা কেন্দ্রে পুরোনো সিরিজ ব্যবহার করা হয় অথবা টাইপের ভুলে অন্য নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত সিরিজ ব্যবহার করা হয়। ভোটকেন্দ্রের ভোটার তালিকায় প্রতিটি ভোটারের নাম রয়েছে, যারা সেখানকার সাধারণ নাগরিক। যাদের দ্বৈত এপিক নম্বর রয়েছে তারা অন্য কোনও ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন না। তাই যাদের দ্বৈত এপিক নম্বর রয়েছে তারা কোনও নির্বাচনী ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না বলে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরে বজ্রাঘাতে আহত ৮ জন ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। আকস্মিক বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়ে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৮ ছাত্রী। মঙ্গলবার বিকেলে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তর জেলার কুর্তি হাইয়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসায়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুর্তি হাইয়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসায় মঙ্গলবার বিকেলে আকস্মিক বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয় আট জন ছাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে বজ্রসহ বৃষ্টির সময় হঠাৎ তীব্র বজ্রপাত ঘটে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে। এতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমের অভিযোগ

সিমনায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তরা প্রশাসনিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। গত ১১ই মে প্রবল শিলাবৃষ্টিতে সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা আশ্রয় নিয়েছেন শরণার্থী শিবিরে। কিন্তু প্রশাসনিক কোন সাহায্য পাচ্ছেন না তারা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করলেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস।

তিনি বলেন, প্রবল শিলাবৃষ্টিতে সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তারা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে এমন বহু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার রয়েছে যারা শরণার্থী শিবিরে গবাদি পশুকে ফেলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মোহনপুর পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। প্রবল ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বামুটিয়া মোহনপুর ও হেজামারা এলাকায়। আজ দুপুরে পশ্চিম জেলা শাসক ড: বিশাল কুমার বামুটিয়ার কাচারীটিলা, গুচামুড়া, তালতলা এলাকা পরিদর্শন করেন পরিদর্শনকালে তিনি জানান যাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

জেলাশাসক আরো জানান, মোহনপুর এলাকায় ঝড়ের ক্ষতিগ্রস্ত নয়শত জন ত্রান শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল ওরা ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। ঝড়ে বসত ঘর থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুরুচিকর মন্তব্য আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে নিজের ব্যাক্তিগত সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে পুলিশ এক ব্যক্তিকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানীপুর জারুইলং বাড়ি এলাকার বাসিন্দা তাজুল ইসলাম মিয়া (৩৯) নিজ সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। পেশায় সে একজন গাড়ির চালক। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা একটি লিঙ্ক তেলিয়ামুড়ায় থানায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হয়েছে গ্রামবাসীরা। আজ খোয়াই-চাম্পাহাওর সড়কে পথ অবরোধে বসেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য, খোয়াই-চাম্পাহাওর সড়কের রাস্তার বেহাল দশা। এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বিপদজনক অবস্থায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত হয়ে রয়েছে। এই বর্ষাকালে বড় বড় গর্তে জল জমে আরও ভয়ানক অবস্থায় পরিণত হয়েছে রাস্তাটি। এলাকাবাসী থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ে পক্ষ থেকেও রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বারবার জানানো হয়েছিল কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ১৪ মে ২০২৫ ইং
৩০ বৈশাখ, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিচার ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার ব্যবস্থার প্রতি দেশের জনগণ আত্মবিশ্বাসী। বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই একমাত্র পথ হওয়া উচিত। দেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সহ সবাই বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন দেশবাসী।

সুপ্রিম কোর্টকে বিদায় জানাইলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে তাঁহার কাজের শেষ দিন। এ দিনই তাঁহাকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়। অবসরের দিন প্রথা মানিয়া ফুল বেঞ্চের সামনে বিদায়ী ভাষণ দেন বিদায়ী প্রধান বিচারপতি। সেখানেই নিজের একাধিক অভিজ্ঞতার কথা তুলিয়া ধরিলেন তিনি। তাহার সঙ্গে উত্তরসূরির জন্যও বার্তা দেন।এ দিন বক্তব্য রাখিতে গিয়া বিদায়ী প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, 'আমি বাকরুদ্ধ। অনেক স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে। একজন আইনজীবী সারা জীবন আইনজীবীই থাকিয়া যান। বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা রহিয়াছে। সেই আস্থা কোনও নির্দেশ দিয়া আদায় করা যায় না। তাহা অর্জন করিতে হয়। বার ও বেঞ্চ এই দু'টি নিয়াই তৈরি বিচার ব্যবস্থা।' সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে অবদান রহিয়াছে ভারতের বহুত্বেরও। এ দিন ভারতের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না জানান, সুপ্রিম কোর্টে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বিচারপতিরা আসেন। এই বহুত্ববাদ বিচার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সঞ্জীব খান্নার জায়গায় এ বার ভারতের প্রধান বিচারপতি হবেন ভূষণ রামাকৃষ্ণা গাভাই। মঙ্গলবারের ভাষণে উত্তরসূরির অঢেল প্রশংসাও করেন বিদায়ী প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'এর মধ্যে আপনারা খুব ভালো একজন প্রধান বিচারপতি পাইবেন। উনি মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে ধরিবেন।' বিচারপতি হিসেবে ২০ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন সঞ্জীব খান্না। ২০০৫ সালে প্রথম দিল্লি হাইকোর্টের অ্যাডিশনাল বিচারক হয়েছিলেন তিনি। পরে স্থায়ী বিচারক হন তিনি। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপকি হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। গত নভেম্বরে ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে একাধিক বড় মামলার অন্যতম বিচারপতি ছিলেন তিনি। সেই তালিকায় রযেছে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল, ইলেক্টোরাল বন্ডের বৈধতা, ইভিএম-ভিভিপ্যাট ট্যালি, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ককে অপরাধের তকমা থেকে মুক্ত করার মামলাও।আগামীকাল ভারতের ৫২তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই (বিআর গাভাই)। সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় প্রধান বিচারপতি, যিনি দলিত সম্প্রদায় থেকে উঠিয়া আসিয়াছেন।

সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশ, ছাত্রীদের সাফল্য ছেলেদের তুলনায় বেশি

নয়াদিল্লি, ১৩ মে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আজ দ্বাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। ফলাফলে দেখা গেছে, ছাত্রীদের ফলাফলে ছেলেদের তুলনায় আরও একবার এগিয়ে রয়েছে। এবারে ৯১ শতাংশেরও বেশি ছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, যা ছেলেদের তুলনায় ৫.৯৫ শতাংশ বেশি।

বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে, ট্রান্সজেন্ডার ছাত্রছাত্রীরা শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। এবছর মোট ৮৮.৩৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ০.৪১ শতাংশ বেশি। চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট ১৬,৯২, ৭৯৪ জন পরীক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা দিয়েছিল।

ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে নিচের ওয়েবসাইটগুলিতে: ত্বত্নস্ত্র.স্তুস্থদ্র, ন্ত্রস্ভনষ্ঠ্য.দ্বত্থদ্র, ন্ত্রস্ভনষ্ঠ্য.স্থস্নদ্রত্বদ্ধত্র.স্তুস্থদ্র। বোর্ড জানিয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য ডিজিলকার এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মার্কশিট ও অন্যান্য সার্টিফিকেট সহজেই পাওয়া যাবে।

আদমপুর বিমান ঘাঁটিতে প্রধানমন্ত্রীর সফর, জওয়ানদের সাহসকে করলেন কুর্নিশ

আদমপুর , ১৩ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সকালে পাঞ্জাবের আদমপুর বিমানঘাঁটি সফর করলেন এবং সেখানে মোতায়েন বীর জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা করলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের শৌর্য ও সাহসের প্রশংসা করে মনোবল বাড়ানোর বার্তা দেন।

এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "সাহস, সংকল্প ও নির্ভয়ের প্রতীক জওয়ানদের মাঝে থাকা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে অবদান রাখছে, ভারত তার প্রতি চিরঋণী থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রীর এই সফর পহেলগাম জঙ্গি হামলার পর শুরু হওয়া 'অপারেশন সিন্দূর'-এর সাফল্যের প্রেক্ষাপটে হয়েছে। এই অভিযানে ভারত পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে এবং ১০০-রও বেশি জঙ্গি নিকেশ হয়েছে।

গতকাল জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার জবাব দৃঢ়ভাবে দেওয়া হবে এবং ভারত কোনও পারমাণবিক হুমকিতে ভয় পায় না।"

আইপিএল ২০২৫ ফের শুরু হবে ১৭ মে থেকে, চিন্নাস্বামীতে মুখোমুখি আরসিবি বনাম কেকেআর

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : এক সপ্তাহের বিরতির পর আবার মাঠে ফিরছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ২০২৫। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) জানিয়েছে, আগামী ১৭ মে থেকে আইপিএলের ম্যাচগুলি পুনরায় শুরু হবে। ৯ মে থেকে ভারত সরকারের 'অপারেশন সিন্ধুর' শুরু হওয়ার পর আইপিএল এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল।

১৭ মে, বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা পুনরারম্ভ হবে।

এছাড়া জানা গেছে, আইপিএল ২০২৫-এর বাকি ম্যাচগুলির মধ্যে মোহালি এবং ধর্মশালায় আর কোনও ম্যাচ আয়োজিত হবে না। পাঞ্জাব কিংস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-এর যে ম্যাচটি পূর্বে আহমেদাবাদে নির্ধারিত ছিল, সেটি এখন ২৬ মে তারিখে জয়পুরে অনুষ্ঠিত হবে।

ফাইনাল ম্যাচটি এখন নির্ধারিত হয়েছে ৩ জুন, এবং প্লে-অফ রাউন্ড শুরু হবে ২৯ মে থেকে। প্রথম কোয়ালিফায়ার অনুষ্ঠিত হবে ২৯ মে, পরদিন অর্থাৎ ৩০ মে এলিমিনেটর ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচটি হবে ১ জুন। প্লে-অফ ম্যাচগুলি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে বিসিসিআই পরে ঘোষণা করবে বলে জানানো হয়েছে।

"অপারেশন সিন্দুর" কেন রাখা হলো ভারতের অভিযানের নাম ?

দুই দেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং মূলধারার গণমাধ্যমে দুই দিকের প্রাণহানি ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে অতিরঞ্জিত ও অপ্রমাণিত দাবিও করা হচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) সাহায্যে তৈরি বহু ভুয়া ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে। তবে একটি হ্যাশট্যাগ, যা নিয়ে দুই দেশেই প্রচুর মন্তব্য করা হচ্ছে, সেটি হলো "সিন্দুর"।

যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী জানায় যে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চালানো এই অভিযানের নাম দিয়েছে "অপারেশন সিন্দুর", তখন থেকেই এই ট্রেন্ডের সূচনা হয়। ভারতীয় গণমাধ্যমে এই নামকে অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। "সিন্দুর" হলো একটি হিন্দি শব্দ, বাংলায় যাকে বলা হয় "সিঁদুর"। হিন্দু ধর্মাবলম্বী সধবা নারীদের কপালে বা মাথায় এই সিঁদুর পরার চল রয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের অফিসিয়াল "এক্স" অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে, যেখানে ইংরেজিতে লেখা আছে Operation Sindoor। সেখানে "O" অক্ষরের জায়গায় একটি গোল পাত্রে ভরা সিন্দুর দেখানো হয়েছে এবং অপর "O" অক্ষরে সেই সিন্দুর গড়িয়ে পড়ছে। ভারতে হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, সিঁদুর একজন নারীর বিবাহিত থাকার প্রতীক। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই সিঁদুর মুছে ফেলার রীতি আছে এবং এই অবস্থাকে হিন্দিকে "মাং সুনা" বা "মাং উজাড়" বলা হয়।

ভারতের সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই লিখছেন, পহেলগামের হামলাকারীরা যেহেতু "ধর্ম বেছে বেছে পুরুষদের হত্যা করে হিন্দু নারীদের বিধবা করেছে", তাই এই অভিযানের "সিন্দুর" নামকরণই সবচেয়ে উপযুক্ত।

"অপারেশন সিন্দুর" কী?

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি বুধবার সকালে "অপারেশন সিন্দুর" নিয়ে সাংবাদিক ব্রিফিংয়ে দাবি করেন, গত ২২ এপ্রিল পহেলগামে সংঘটিত হামলার জবাব দিতেই এই "সামরিক প্রত্যুত্তর" - যেটি বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, 'অপারেশন সিন্দুরে'র আওতায় নিষিদ্ধ ঘোষিত লস্কর-ই-তইয়েবা এবং তার ভাষায় অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছে। তবে পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তারা ভারতের এই দাবিকে অস্বীকার করে জানিয়েছেন, এসব হামলায় মসজিদ এবং আবাসিক এলাকায় শিশু ও নারীসহ মোট ২৬ জন সাধারণ বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ৪৬ জন আহত হয়েছেন।

কর্নেল কুরেশি জানান, 'লক্ষ্যবস্তু হিসেবে এই ক্যাম্পগুলো বাছাই করা হয় বিস্তারিত গোয়েন্দা মূল্যায়নের পর এবং নিশ্চিত করা হয় যেন কেবল জঙ্গি স্থাপনাগুলোতেই হামলা করা হয়। এসব ক্যাম্প অতীতে ভারতের বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয়েছিল।' পাকিস্তান অতীতেও এ ধরনের অভিযোগ বরাবর অস্বীকার করে এসেছে এবং বলেছে যে ভারতের হামলায় সাধারণ জনগণকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "অপারেশন সিন্দুর"-এর আওতায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ও বিমান বাহিনী রাত ১টা ৫ মিনিটে পাকিস্তান ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ৯টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে, যেগুলোকে "সন্ত্রাসবাদীদের অবকাঠামো" বলা হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই দাবিকে অস্বীকার করে বলেছে, এই হামলায় নিরীহ নাগরিক ও মসজিদ লক্ষ্যবস্তু ছিল। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, এই অভিযানে কোনো পাকিস্তানি সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি এবং লক্ষ্য নির্ধারণে সংযম দেখানো হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখপাত্র দাবি করেছেন, ভারতীয় হামলার জবাবে পাকিস্তান বিমান বাহিনী পাঁচটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ও একটি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে। পাকিস্তান আরও জানিয়েছে, তারা এই হামলার জবাব দেওয়ার অধিকার রাখে এবং জবাব দেবেও। "অপারেশন সিন্দুর" নামের তাৎপর্য উল্লেখ্য, গত ২২শে এপ্রিল ভারত-শাসিত কাশ্মীরে পহেলগামের হামলায় নিহত ২৬ জনের সবাই পুরুষ ছিলেন এবং এদের মধ্যে কয়েকজন সদ্যবিবাহিতও ছিলেন। এই প্রেক্ষাপটেই এই অভিযানের নাম "সিন্দুর" রাখা হয়েছে এবং একে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখেছে, 'ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জয় হিন্দ' - এর সঙ্গেই "সিন্দুর" শব্দটি লেখা হয়েছে। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই পহেলগামের হামলায় নিহত কৌস্তভ গনবোটের বিধবা স্ত্রী সঙ্গীতা গনবোটের সঙ্গে কথা বলেছে এবং তার একটি ভিডিও শেয়ার করেছে, যেখানে তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর অভিযান খুব ভালো হয়েছে, এবং "অপারেশন সিন্দুর" নাম দিয়ে নারীদের সম্মান দেখানো হয়েছে। আমি এখনো মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলি।' 'আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছ থেকে এই রকম প্রতিক্রিয়ারই অপেক্ষায় ছিলাম এবং তিনি উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন!'

এর পাশাপাশি পহেলগাম হামলার ভিক্টিম মঞ্জুনাথ রাওয়ের মা-ও বার্তা সংস্থাকে বলেন, 'আমরা আশা করেছিলাম প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি কার্যকরী জবাব দেবেন। অপারেশন সিন্দুরএই নামটা একদম উপযুক্ত বলে মনে করি।' উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াত এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশে লিখেছেন, 'আপনারা আমাদের মাথা গর্বে উঁচু করেছেন। এটি অপারেশন সিন্দুর - যারা আমাদের বোনেদের মাথার সিঁদুর মুছে দিয়েছে, তাদের আমরা কিছুতেই ছেড়ে দেব না।' অন্য দিকে ভারত ও পাকিস্তানের মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি ও পাল্টা দাবির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ভারতের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এক সুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই অভিযানকে সমর্থন জানিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ ভারতের শীর্ষ দশটি ট্রেন্ডের সবগুলোই এই হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যে "অপারেশন সিন্দুর" শীর্ষে রয়েছে।

এরপর আছে "জয় হিন্দ", "ইন্ডিয়ান আর্মি", "ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়ার", "ভারত মাতা", "ভারতীয় সেনা", "এয়ার স্ট্রাইক", "ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স" ইত্যাদি। তবে অনেকেই আবার তথ্য যাচাই করার ও ফেইক নিইজ থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন। সুপরিচিত ভারতীয় সাংবাদিক রানা আয়ুব এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'ভারত-পাকিস্তান প্রসঙ্গে ইন্টারনেটে অসংখ্য ভুয়া তথ্য ও ফটোশপ ভিডিও ছড়াচ্ছে, বিশেষত এমন লোকদের থেকে যাদের আরও ভালোভাবে জানা উচিত। জনস্বার্থে, উত্তেজনা ছড়ানোর ইচ্ছাকে দমন করার চেষ্টা করুন।' ভারতে বিরোধী দলগুলো সরকার নয়, বরং সেনাবাহিনীর প্রশংসা করছে। অন্য দিকে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতারা প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং সেনাবাহিনীর মনোবলের প্রশংসা করছেন।

স্তালিনগ্রাদের লড়াই কি হিটলারের পতন ডেকে এনেছিল

১৯৪৫ সালের ৭ মে হিটলারের নাৎসি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যর্থতার পর মূলত কোণঠাসা হয়ে পড়ে তাঁর বাহিনী। এর আগে ৩০ এপ্রিল তিনি আত্মহত্যা করলে নাৎসি বাহিনীর সামনে আত্মসর্মপণ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। সেই ঘটনা নিয়ে আজকের আয়োজন। মেহেদি হাসান

অ্যাডলফ হিটলার। জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর। নাৎসিবাদী রাজনীতি করে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা মেটাতে প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ডে আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেন। পাঁচ বছর ধরে চলে সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে সপরিবারে আত্মহত্যা করেন হিটলার। এতে তাঁর নাৎসি বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। দিনটি ছিল ১৯৪৫ সালের ৭ মে। ইতিহাসের এই দিনে হিটলারের নাৎসি বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। এর মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

হিটলারের উত্থান- অ্যাডলফ হিটলার ১৮৮৯ সালে অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য ভিয়েনার আর্ট কলেজে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুবার আবেদন করেও ব্যর্থ হন। মাঝখানে কয়েকটি বছর কেটে যায়।

এরপর ১৯১৩ সালে জার্মানির মিউনিখে চলে যান হিটলার। পরের বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কৃতিত্বের জন্য একাধিক পদকও পান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 'জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি' আলোচনায় আসে। দলটির ওপর নজরদারি করতে হিটলারকে মিউনিখে পাঠানো হয়। হিটলার দলটির কিছু সভায় অংশ নেন। তাদের অনেক চিন্তাভাবনার সঙ্গে একমত হন। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি সেই দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-চ্যান্সেলর হয়ে পার্লামেন্টে আইন পাস করিয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হন হিটলার। ১৯৩৪ সালের আগস্টে হিন্ডেনবার্গ মারা যান। এরপর চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব একাই পালন করতে শুরু করেন হিটলার। নিজেকে জার্মানির 'ফুয়েরার বা সর্বোচ্চ নেতা' ঘোষণা করেন।

এভাবে চ্যান্সেলর থেকে একনায়ক হয়ে ওঠেন হিটলার। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিশ্চিত হওয়ার পর হিটলার একের পর পদক্ষেপ নিতে থাকেন। ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট। হিটলারের জার্মানি এবং জোসেফ স্তালিনের সোভিয়েত ইউনিয়নের (বতর্মান রাশিয়া) মধ্যে একটি চুক্তি হয়। পুরোপুরি বিপরীত আদর্শের নাৎসি ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তিতে ইউরোপের অন্যান্য দেশ বিস্মিত হয়েছিল।

চ্যান্সেলর হয়ে পার্লামেন্টে আইন পাস করিয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হন হিটলার। ১৯৩৪ সালের আগস্টে হিন্ডেনবার্গ মারা যান। এরপর চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব একাই পালন করতে শুরু করেন হিটলার।

চুক্তির মূল বিষয় ছিল একে অপরকে আক্রমণ না করা। প্রকৃতপক্ষে সে চুক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত রচিত হয়েছিল। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলারের জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসে। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স। এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইতালি, জাপান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৪০ সালের মে মাসে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণ করেন। মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্স দখল করে নেয় হিটলারের জার্মানি। ব্রিটেন দখলের চেষ্টা ফ্রান্স দখলের পর ব্রিটেন আক্রমণের ছক কষতে থাকেন হিটলার। ব্রিটেন আক্রমণের সেই রণকৌশলের নাম ছিল অপারেশন সি লায়ন। যার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ প্রতিরোধ ভেঙে ফেলা।

এই পরিকল্পনার নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল ফ্রিৎজ হালদার। শুরুতে হিটলার ১৯৪০ সালের ১৬ আগস্ট ব্রিটেন আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবসম্মত নয় বলে পরে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়।

এই অভিযানের মাধ্যমে ব্রিটেনের দক্ষিণ উপকূলে জার্মান সেনাবাহিনী অবতরণ করে দেশটি দখলের পরিকল্পনা ছিলো হিটলারের। লুফথওয়াফ (জার্মান বিমানবাহিনী) আশা করেছিল, চার সপ্তাহের মধ্যে তারা ব্রিটিশ রয়েল ফোর্সকে ধ্বংস করতে পারবে। তবে জার্মানির ততালীন নৌবাহিনী প্রধান এরিক রেডার বিস্তৃত উপকূলজুড়ে আক্রমণের বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করতেন, ব্রিটেনের রয়্যাল নেভির সঙ্গে তারা পেরে উঠবেন না।

তা ছাড়া হামলা চালানোর মতো নাৎসি বাহিনীর কাছে প্রয়োজনীয় জাহাজ ছিল না। একই সঙ্গে রয়্যাল নেভির হুমকি মোকাবিলায় জার্মান নৌবাহিনীর সক্ষমতা ছিল অপর্যাপ্ত।

জার্মান বিমান বাহিনীর প্রধান হারম্যান গোরিং ১৯৪০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ব্যাপক বিমান হামলা চালান ইংল্যান্ডে। যার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ ফাইটার কমান্ডকে ধ্বংস করা। কিন্তু এতে লুফথওয়াফে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লুফথওয়াফে ছিল নাৎসি-জার্মানির বিমান বাহিনী। অবশেষে ১৭ সেপ্টেম্বর হিটলার অপারেশন সি লায়ন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন।

এরপর হিটলার তার মনোযোগ পূর্বদিকে ঘুরিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে আক্রমণের (অপারেশন বারবারোসা) পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করেন। সি লায়নের পরিকল্পনা আর কখনো বাস্তবায়ন হয়নি। অপারেশন বারবারোসা বার্লিনভিত্তিক গবেষক ডেভিড স্টাহিল তাঁর 'অপারেশন টাইফুন: হিটলার'স মার্চ অন মস্কো, অক্টোবর ১৯৪১ বইয়ে লিখেছেন, ১৯৪০ সালের ১৮ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য পরিকল্পনা করার নির্দেশ দেন হিটলার। ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে জার্মানি।

ডেভিড স্টাহিলের বইটি ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে তিনি অপারেশন টাইফুনের কৌশলগত বিশ্লেষণ করেছেন এবং জার্মান উচ্চ কমান্ডের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রায় ৩৫ লাখ জার্মান সৈন্য ১ হাজার ৮০০ মাইল সীমান্ত এলাকাজুড়ে আক্রমণ শুরু করে। এ সৈন্যদের মধ্যে ৮০ শতাংশ ছিল জার্মান এবং বাকিরা ছিল হিটলারের সহযোগী বিভিন্ন দেশের। হিটলারের প্যানজার ডিভিশন প্রায় সাড়ে তিন হাজার ট্যাংক এবং ২ হাজার ৭০০ যুদ্ধবিমান নিয়ে আক্রমণ শুরু করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে বড় আক্রমণ। জার্মান সৈন্যরা তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। প্রতিটি গ্রুপের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল।

সৈন্যদের তিনটি গ্রুপ ছিল উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য। উত্তরের দলটি বল্টিক দেশ লাটভিয়া, লিথুনিয়া ও এস্তোনিয়ার ভেতরে দিয়ে অগ্রসর হয়ে লেলিনগ্রাদে পৌঁছানোর কথা। দক্ষিণের দলটি ইউক্রেন দিয়ে আক্রমণ শুরু করবে এবং ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ হয়ে দনবাস শিল্প এলাকা দখল করবে। মধ্য দলটি বেলারুশের মিনস্ক দিয়ে আগ্রসর হয়ে মস্কো পৌঁছবে। হিটলার ধারণা করেছিলেন, ১০ সপ্তাহের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দখল করা যাবে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য জড়ো করে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যাতে কোনো উসকানি না দেয়। ওদিকে জোসেফ স্তালিন ধারণা করতে পারেননি যে জার্মানি এত তাড়াতাড়ি রাশিয়ায় আক্রমণ কর বসবে। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় ৫০ লাখ সৈন্য ছিল এবং ট্যাংক ছিল প্রায় ২৩ হাজার। জার্মানি যখন আক্রমণ করে, তখন সোভিয়েত রেড আর্মি প্রস্তুত ছিল না।

জার্মানির ভালো সূচনা- হিটলারের বাহিনী শুরুতেই চড়াও হয় সোভিয়েত বাহিনীর ওপর। জার্মান সৈন্যরা বেশ দ্রুত তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে শুরু করে। জার্মানির যুদ্ধবিমান আকাশে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

প্রথম দিনেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ১ হাজার ৮০০ যুদ্ধবিমান ধ্বংস করে জার্মানি। অধিকাংশ বিমান তখন মাটিতেই ছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের একের পর এক এলাকা দখল করে জার্মান সৈন্যরা। এ ছাড়া হাজার হাজার সোভিয়েত সৈন্য মারা যায়। আরও বহু সৈন্য আটক হয় জার্মানদের হাতে।

হিটলারের ভুল সিদ্ধান্ত-জার্মান বাহিনী যদি মস্কো দখল করে নিতো তাহলে সেটির মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ত সোভিয়েত বাহিনীর ওপর। যুদ্ধের মোড় হয়তো তখন ভিন্ন দিকে ঘুরে যেত।

ইম্পেরিয়াল ওয়ার মিউজিয়ামের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, সাময়িক বিরতি দিয়ে আবার যখন 'অপারেশন টাইফুন' শুরু হয়, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তত দিনে সোভিয়েত বাহিনী শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধের মাঠে ফিরে এসেছে।

এ ছাড়া তত দিনে জার্মান বাহিনীর অনেক শক্তি ক্ষয় হয়ে তারা দুর্বল হয়ে গেছে। এ ছাড়া তীব্র শীত তাদের কাবু করে ফেলেছিল।স্তালিনগ্রাদ লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী। হিটলারের অপারেশন বারবারোসা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলার এবার ভিন্ন দিক দিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করেন। লক্ষ্য ছিল তেলসমৃদ্ধ ককেশাস অঞ্চল দখল করে স্তালিনগ্রাদ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

স্তালিনগ্রাদের এই যুদ্ধ ছিল বেশ কিছু সামরিক অভিযানের যোগফল। শহর দখলের জন্য হিটলারের নাৎসি বাহিনী তুমুল সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের রেডফোর্সের সঙ্গে।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসের শেষের দিক থেকে শুরু করে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলেছিল। শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে হিটলারের বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। স্তালিনগ্রাদের এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল বলে মনে করেন ইতিহাসবিদরা।

জার্মান বাহিনীর পরাজয় যুদ্ধের শেষ দিকে একের পর এক এলাকা থেকে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের খবর আসতে থাকে। সোভিয়েত রেড আর্মির সৈন্যরা জার্মানির বার্লিন ঘিরে ফেলেছে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে হিটলারের বাংকারের দিকে। ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল হিটলার তাঁর শেষ আশ্রয়স্থল, নতুন তৈরি চ্যান্সেলর ভবনের পাশের বাংকারে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পথে সঙ্গী হন স্ত্রী ইভা ব্রাউন। তিনি বিষ পান করে মৃত্যুকে বেছে নেন। তার আগে হিটলার আর ইভা তাঁদের প্রিয় কুকুরকেও বিষ খাইয়ে হত্যা করেন। হিটলারের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর ১৯৪৫ সালের ৭ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব ফ্রন্টে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় জার্মানির নাৎসি বাহিনী। এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির আনুষ্ঠানিক পরাজয় ঘটে। শেষ হয় ইতিহাসের চরম রক্তাক্ত এক অধ্যায়ের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অনুপ্রেরণার প্রতীক তাপস মজমদার

।। গৌতম দাস ।।

আজকের দিনে যেখানে বহু তরুণ উচ্চশিক্ষা অর্জনের পরেও কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশায় ভুগছেন, সেখানে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ হয়ে উঠেছেন তাপস মজমদার। তিনি প্রমাণ করেছেন নিজের স্থায়ী সম্পদ ও সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলে কাজের অভাব নেই। মাটি ও জলের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন মেধা, মনোযোগ থাকলে ও পরিশ্রম করলে যেকোনও ক্ষেত্রেই সাফল্য সম্ভব। তাপস মজমদার স্নাতক উদ্যমী যুবক, যিনি জিরানীয়া ব্লকের দুর্গানগর গ্রাম প'ায়েতের নিবাসী। শিক্ষার আলো অর্জনের পর, কর্মসংস্থানের খোঁজে সময় নষ্ট না করে তিনি নিজের গ্রামীণ শিকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জীবিকার পথকেই বেছে নেন। তার বাড়িতে তিনটি মাঝারি আকারের জলাশয়কে তিনি শুধু পুকুর হিসেবে না দেখে, দেখেছেন সম্ভাবনার দরজা হিসেবে। সেই দরজা খুলেই তিনি পা রেখেছেন মৎস্যচাষের জগতে। তিনি পুকুরগুলোকে বৈ'ানিক ও পরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষের উপযোগী করে তোলেন। নিয়মিত পরিচর্যা, উপযুক্ত খাদ্য, জলের ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার করে ক্রমশঃ তিনি লাভজনক উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যান। তাপসবাবুর নিষ্ঠা ও দূরদর্শীতার ফলে আজ তাঁর মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে। মাছ চাষ করে নিজেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হননি, বরং তার উপার্জনে সন্তানদের উচ্চশিক্ষার পথও সুগম হয়েছে।

প্রথম দিকে তাপস মজমদারের হাতে ছিল মাত্র তিনটি জলাশয় - যার মোট পরিমাণ ছিল ০.৩২ হেক্টর। সময়টা ছিল ২০১৯-২০ অর্থবছর। তিনি সেই সময়ে জলাশয়গুলিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ শুরু করেন। অত্যন্ত সাধারণ উপায়ে গড়ে তোলা সেই মাছচাষ থেকে তিনি মাসিক প্রায় ২৫ হাজার টাকার মতো উপার্জন করতেন। যা দিয়ে তার পরিবারের সংসার মোটামুটি ভালোই চলত। সময়ের সাথে সাথে একঘেয়েমি ও সীমাবদ্ধ আয়ে ধীরে ধীরে তার মনে মৎস্যচাষের প্রতি এক ধরনের অনীহা জন্ম নিতে শুরু করে। মনে হচ্ছিল সেই পথে হয়তো আর নতুন কিছু পাওয়ার নেই। আর তাই তার মনে মনে দোলাচল শুরু হয়। এই কাজ কি সত্যিই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ?

ঠিক সেই সময়ে মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। মাছ চাষে তাদের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও আধুনিক মৎস্যচাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ তার মনে আবার নতুন করে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। মৎস্য চাষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। তিনি বুঝতে পারেন সঠিক পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এটিকে এক লাভজনক পেশায় রূপান্তর করা সম্ভব। এ পর থেকেই তার জীবনে এক নতুন মোড় আসে, যেখানে অনীহার স্থানে আসে আগ্রহ, সংশয়ের জায়গায় আসে আত্মবিশ্বাস। তাপস মজমদার তার ছোট পরিসরের জলাশয়কেই রূপান্তর করতে শুরু করেন এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে। মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পর তাপস মজমদারের মৎস্য চাষের ধরণে আসে আমূল পরিবর্তন। তিনি মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে কারিগরি প্রশিক্ষণ, বৈ'ানিক পদ্ধতিতে পরামর্শ ও আধুনিক মাছ চাষের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারেন। ধাপে ধাপে তিনি তার জলাশয়গুলিকে উপযোগী করে তোলেন একটি আধুনিক মৎস্য খামারে রূপান্তরের পথে। মৎস্য দপ্তর থেকে তিনি পান উন্নতমানের পোনা, খাদ্য ও ঔষধ, যা মৎস্য উৎপাদনে কার্যকর প্রভাব ফেলে। সেই সঙ্গে, জলাশয় ব্যবস্থাপনার আধুনিক কৌশল যেমন জল পরিশোধন, খাদ্য সময়সূচি, পুকুরের পি এইচ মান বজায় রাখা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে শুরু করেন। এই সমস্ত উদ্যোগের ফলে তার মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময়ে তিনটি জলাশয়ে মোট ০.৩২ হেক্টর নিয়ে শুরু করা যাত্রা আজ বিস্ত'ত হয়েছে ১.২৪ হেক্টরে। এখন তাপস মজমদারের কাছে মোট পাঁচটি জলাশয় রয়েছে।

তার এই যাত্রা কেবল পরিশ্রমের ফল নয়। সঠিক দিক নির্দেশনা ও সরকারি সহায়তা সদ্ব্যবহারের বাস্তব উদাহরণ। তার সাফল্যের পেছনে রয়েছে জিরানীয়া মৎস্য কার্যালয়ের সক্রিয় ভূমিকা। এক সাক্ষাৎকারে দপ্তরের মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক সুজাতা দেববর্মা জানান, তাপসবাবু মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সরকারি সহায়তা লাভ করেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পেডি কাম ফিস কালচার এণ্ড সেমি ইনটেনসিভ ফিস ফার্মিং প্রকল্প। এছাড়াও দপ্তরের সুপারিশে তিনি স্থানীয় ব্যাঙ্ক থেকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ঋণ গ্রহণ করতে সক্ষম হন। যা তার মৎস্য চাষে নতুন গতি এনে দেয়। এই সহায়তা ও প্রয়োগযোগ্য 'ানের ফলে তিনি শুধু নিজস্ব জলাশয় নয়, আরও দু'টি বড় জলাশয় লিজ নিয়ে মৎস্য চাষের পরিসর বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমানে তার জলাশয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচটি। যার সম্মিলিত আয়তন ১.২৪ হেক্টর। তবে তিনি এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি মাছ চাষের পাশাপাশি শুরু করেন মাছের পোনা উৎপাদন, বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান মেজর কার্প উৎপাদন। এরফলে তার মাছের খামার হয়ে উঠেছে একটি সম্মিলিত উৎপাদন কেন্দ্র। যা শুধুমাত্র বাজারে মাছ সরবরাহ করে না বরং বিভিন্ন মাছের পোনার চাহিদাও পূরণ করে।

আজ তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই আয় আজ তাকে শুধু আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীই করেনি, একজন উদ্যোক্তা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সঠিক দিকনির্দেশনার ফলে তাপস মজমদার আজ শুধু একজন সফল মৎস্যচাষী হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেননি বরং আজ তিনি সমাজের শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর কাছে অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

আগামী ১৬ই মে কাঞ্চনপুরে মহকুমাভিত্তিক বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। আগামী ১৬ মে কাঞ্চনপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে মহকুমাভিত্তিক বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানকে সর্বাত্মক সফল করার লক্ষ্যে সম্পতি কা'নপুর মহকুমা শাসকের সভাকক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক প্রদীপ কুমার। এছাড়াও সভায় কা'নপুর মহকুমার ডিসিএম রাজীব ভ-াচার্য, কা'নপুর ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল নরেন্দ্র দাস সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 01/EE-V/AGT/PWD(R&B)/2025-26, Dt: 07/05/2025.

The Executive Engineer, Agartala Division No. V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 28/05/2025 for the following works:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	Mtc. of road from Subash Nagar Auto Stand to Ward office AMC ward no.42 via Majumder Tilla and other adjacent roads (L-0.90 km) under Ward No. 42 during the year 2025-26/SH: Patch soling, patch metaling, grouting, re carpetting, mtc of road side drain etc DNIeT No. 01/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 22,71,046.00	Rs. 45,421.00	120 days
2	Mtc. of road from H/O Santanu Pal to H/O Amit Baran Chakroborty during the year 2025-26 under AMC Ward No. 41 (L-90.00 mtr) /SH: Earth filling, Brick Soling, RCC drain, Toe wall etc. DNIeT No. 02/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 20,09,606.00	Rs. 40,192.00	120 days
3	Mtc. of different roads under the jurisdiction of Central -VI Sub Division during the year 2025-26/SH: Patch soling, metalling, repair to pot holes, PMC, paver block, drain mtc, etc. (Gr-I). DNIeT No. 03/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 24,26,873.00	Rs. 48,537.00	120 days
4	Mtc. of road at Pratapgarh Rishi Para from the H/O Sri Munna Rishi Das to H/O Sri Kishan Rishi Das and other adjacent roads (L-0.45 km) within AMC Ward No. 43 during the year 2025-26/SH: Patch soling, WBM-2, WBM-3, repair to pot holes, PMC, sand seal coat, drain mtc, RCC cover drain etc. DNIeT No. 04/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 22,86,591.00	Rs. 45,732.00	120 days
5	Mtc. of road near from Gas Godwon to Byepass via Chalitatali at Rabindranagar in Ward No. 51 and other adjacent roads (L-0.80 km) during the year 2025-26 / SH: Construction of cross drain, patch soling, patch matelling, grouting, Re-carpetting, and etc. DNIeT No. 05/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 23,10,670.00	Rs. 46,213.00	120 days
6	Mtc. of road in Rabindranagar from Byepass (Trijunction nearby ward office) to Bhabna Das House and Housing board road in Ward No. 51 and other adjacent roads (L-0.85 km) during the year 2025-26 / SH: Protection of road embankment, patch soling, patch matelling, grouting, Re-carpetting, and etc. DNIeT No. 06/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 22,62,340.00	Rs. 45,247.00	120 days
7	Mtc. of road in Dattapara (Back side of North Jogendranagar High School), Shalbagan Lelin colony and other adjacent roads (L-0.81 km) during the year 2025-26 / SH: Construction of Road side RCCdrain, patch soling, patch matelling, grouting, Re-carpetting, and etc. DNIeT No. 07/EE-V/AGT/PWD/2025-26.			
8	Mtc. of roads from i) H/O Goutam Majumder to H/O of Krishna Datta (L-0.085 km) and ii) Mtc of Srinagar internal road no. 1 and other adjacent roads (L-0.71 km) under AMC Ward No. 45 during the year 2025-26/SH: Patch soling, metalling, grouting, carpetting, paver block, drain and etc. DNIeT No. 08/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 23,40,969.00	Rs. 46,819.00	120 days

Last date and time for document downloading and bidding: 28-05-2025 upto 3.00 PM
Date and time of opening of bid bid: 28-05-2025 at 3.30 PM (if possible)
Class of contractor: Appropriate Class
Websites: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/510/25

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE(PWD)/BLN/2025-26 DATED, 05-05-2025

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central upto 3.00 P.M. on 04-06-2025 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	Improvement of road from Tulamura - Barapathari road to Mukhlesh Mia house via Ashram Para, Kalandhepa of Belonia Division, PWD(R&B) under Rajnagar Block under RIDF-XXX of NABARD." (Job No.TP/COM/224/2024-25). DNIeT No. 02/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2025-26	₹6,32,72,217.19	₹12,65,444/-	270 (Two hundred seventy) days	Appropriate Class

• Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 04-06-2025
• Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 04-06-2025
• Cost of Tender document: *.10,000/-
• Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.
ICA/C-507/25

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer, Belonia Division,
PWD (R&B) Belonia, South Tripura

অপারেশন সিঁদুর: সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় মোদী তত্ত্ব

শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব
মন্ত্রী (রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিকস এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি)

পহেলগাঁও-এ গণহত্যা কেবল নির্দোষ মানুষের জীবনের উপর হামলা ছিল না - এটি ছিল ভারতের বিবেকের উপর আক্রমণ। এর প্রতিক্রিয়ায়, ভারত সন্ত্রাস দমনের নিয়মকানুন পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত নেয়। ''অপারেশন সিঁদুর'' হল মোদী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শূন্য-সহনশীলতা, নির্ভুলভাবে এবং পূর্ণ প্রভাবের সাথে পরিচালিত হয়েছিল।

অপারেশন সিঁদুর, নতুন স্বাভাবিক অবস্থা

''অপারেশন সিঁদুর এখন বোঝায়- ভারতের উপর যেকোনো সন্ত্রাসী হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে, ভারতের নিজস্ব শর্তাবলী অনুসারে। দেশ সন্ত্রাসবাদের শিকড়ের বিরুদ্ধে প্রতিফলিত করে। তিনি বলেন, সরকার তার নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব যাতে আপস না করা হয় তা নিশ্চিত করবে।

এটি প্রথম নয় যে, ভারত স্পষ্টভাবে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, ভারত

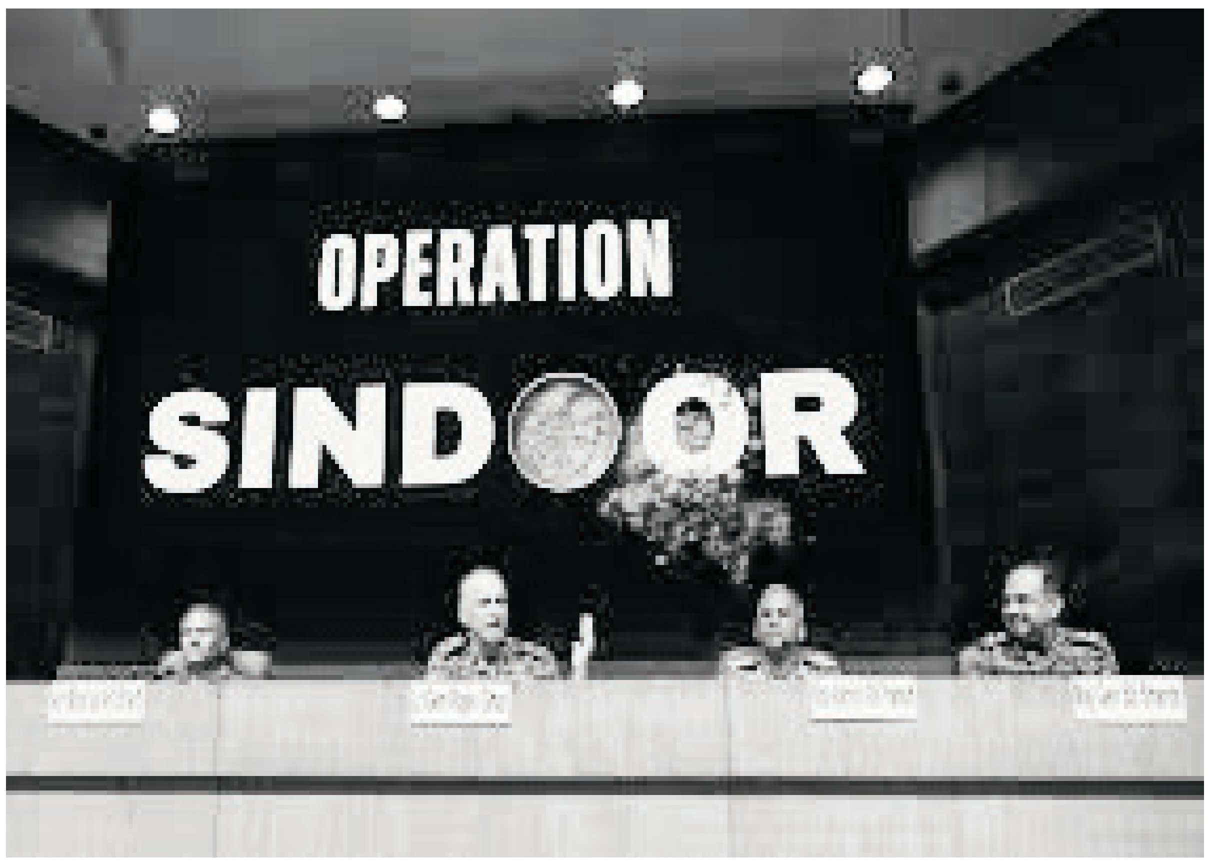

আপসহীন নীতির স্পষ্ট প্রতিফলন, যা মোদী তত্বের সবচেয়ে বড় অভিব্যক্তি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভাষণে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য এই তত্বের রূপরেখা তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দ্বারা গঠিত এই তত্ব সন্ত্রাসবাদ এবং বহিরাগত হুমকির বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি নির্ধারক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী নিশ্চিত করেছিলেন যে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করা থেকে শুরু করে সন্ত্রাসী শিবিরগুলিতে সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাত পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা এবং সময়োপযোগী ছিল। সরকার আবেগের চেয়ে কৌশলের পথ বেছে নিয়েছিল। এতে পাকিস্তান এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি ভারতের প্রত্যাঘাতের অনুমান করতে পারেনি। এর ফলে অপারেশন সিঁদুর আশ্চর্যজনকভাবে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের প্রতিষ্ঠিত নীতি, যা ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন", ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই অভিযান সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মানদণ্ড, একটি নতুন স্বাভাবিকতা স্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "অপারেশন সিঁদুর কেবল একটি নাম নয়, বরং দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুভূতির প্রতিফলন।" এটি ছিল বিশ্বকে ভারতের বার্তা যে বর্বরতার প্রতি কঠোর শক্তি প্রয়োগ করা হবে। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জড়িত থাকার বিষয়টি আর কূটনৈতিক আবরণ বা পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকির সঙ্গে জড়িত বক্তব্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

মোদীর তত্বের তিনটি স্তম্ভ

তত্বের প্রথম মূল স্তম্ভের মধ্যে ভারতের শর্তে সন্ত্রাসবাদী ঘটনার একটি সিদ্ধান্তমূলক প্রতিক্রিয়া কঠোর ব্যবস্থা নেবে এবং নিশ্চিত করবে যে এর ষড়যন্ত্রকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের অবশ্যই তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। দ্বিতীয় স্তম্ভ হল, পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকির দ্বারা ভয় দেখানোর প্রচেষ্টার প্রতি শূন্য সহনশীলতা। এর অর্থ হল, ভারত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি বা চাপের কাছে মাথা নত করবে না। এই তত্বে জোর দেওয়া হয়েছে যে পারমাণবিক অস্ত্রকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদ রক্ষার যেকোনও প্রচেষ্টার সুনির্দিষ্ট এবং সিদ্ধান্তমূলক জবাব দেওয়া হবে। এই তত্বের তৃতীয় স্তম্ভটি স্পষ্ট করে দেয় যে সন্ত্রাসী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এই ধরনের যে কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে ভারত কেবল সন্ত্রাসবাদীদের নয়, তাদের সমর্থকদেরও জবাবদিহি করবে। এই তত্বটি স্পষ্ট করে যে যারা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়, তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করে বা সন্ত্রাসকে সমর্থন করে তাদের অপরাধীদের মতোই পরিণতি ভোগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বিষয়টিকে বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেন। সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনকারী দেশগুলি অবশেষে আত্ম-ধ্বংসের মুখোমুখি হবে বলে সতর্ক করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাদের সন্ত্রাসবাদের পরিকাঠামো খুব দেরি হওয়ার আগেই ভেঙে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রী মোদী বলেন যে নতুন তত্বটি জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানকে

২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক থেকে শুরু করে বালাকোট এবং এখন অপারেশন সিঁদুর পর্যন্ত ভারতের শর্তে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের একটি স্পষ্ট তত্ব তৈরি করেছে। এর প্রতিটি পদক্ষেপ নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে এবং প্ররোচিত হলে নিখুঁতভাবে কাজ করার জন্য ভারতের সংকল্পকে প্রদর্শন করেছে।

এবার ভারতের বার্তা স্পষ্টসন্ত্রাস ও বাণিজ্য একসাথে চলতে পারে না। আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য স্থগিত করা হয়েছে। ভিসা বাতিল করা হয়েছে। সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, 'জল ও রক্ত একসাথে বইতে পারে না।' সন্ত্রাসকে সমর্থন করার অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক মূল্য এখন বাস্তব এবং ক্রমবর্ধমান।

ইতিহাস মনে রাখবে, পহেলগাঁও-এ ভারতের প্রতিক্রিয়া সংযত ও নীতিগতভাবে করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর বিরুদ্ধে ভারত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল এবং একই সুরে কথা বলেছিল এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে আক্রমণ করেছিল। অপারেশন সিঁদুর শেষ নয়-এটি স্বচ্ছতা, সাহস এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমাদের সংকল্পের একটি নতুন যুগের সূচনা।

ADVERTISEMENT

Applications are invited for 1(one) No. ex-cadre post of Chief Engineer, PWD(Buildings) under Public Works Department, Government of Tripura at its headquarter at Agartala on or before 5th June, 2025:

Age	Below 65 (sixty-five) years on the closing date sof application.
Eligibility Condition	Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or Public Sector Undertakings: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department: or (ii) 5(five) years regular service in the post of Superintending Engineer. (B) (i) Retired from the analogous post in the parent cadre/department. (ii) 5(five) years regular service in the post of Superintending Engineer.

The details of the Advertisement is available on PWD website at https://pwd.tripura.gov.in and Tripura State Portal at https://tripura.gov.in.
ICA D/192/25

(Rajib Paul)
Deputy Secretary, PWD Government of Tripura

ADVERTISEMENT

The District Disaster Management Authority (DDMA), Sepahijala District has decided to select @150 nos. each Sub-Division Civil Defence Volunteers for Disaster Management Activities and others
allied activities from this time to time.
In this regard, the intending candidate including male and female of age 18 to 30 years with qualification of Madhyamika Pass, good physical fitness and willing to render voluntary services as and when required during natural calamities and other allied duties from time to time shall submit applications enclosed with photocopy of documents to the concerned SDMs' Office (Disaster Management Section from 13th May, 2025 to 15th May, 2025 only during working days (10.00 AM
to 5.00 PM).
Hence, the candidates shall attend personally at the concerned SDMS Office for an interview by
the Sub-Divisional Level Team constituted for this purpose on the dates mentioned against the Sub- Division in the table below: -

Sl. No.	Name of Sub-Division	Interview Date	Time
1	Bishalgarh	16/05/2025	11.30 AM
2	Jampuijala	16/05/2025	11.30 AM
3	Sonamura	16/05/2025	11.30 AM

ICA/D/188/25

District Magistrate & Collector,
Sepahijala District, Bishramganj

PNITNO: ePT06/EE/RD/KCP/DIV/2025-26 e-Office Dispatched No: DIS/523738/2025 DATED 01.05.2025

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM of 14.05.2025 for 04 (FOUR) No. supplies under R.D. Kanchanpur Division during the year 2025-26. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/518/25

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division Kanchanpur, North Tripura

PNIe-T NO:- 19/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 05/05/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturers / authorized sales and service dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Tripura for the following work:
Name of work: Providing, Installation and commissioning of 1.5/2.0 TR Split Type High Wall Air Conditioning Machines in the different' Court rooms in the District Judiciary under the District & Sessions Judge, South Tripura, Belonia
1. Estimated Cost: 13,57,230.00
2. Earnest Money: 27,145.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 23/05/2025 upto 3:00 PM
5. DNIeT No: 15/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/514/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

গরমকালে শসা খাওয়া শরীরের জন্যও খুব ভালো

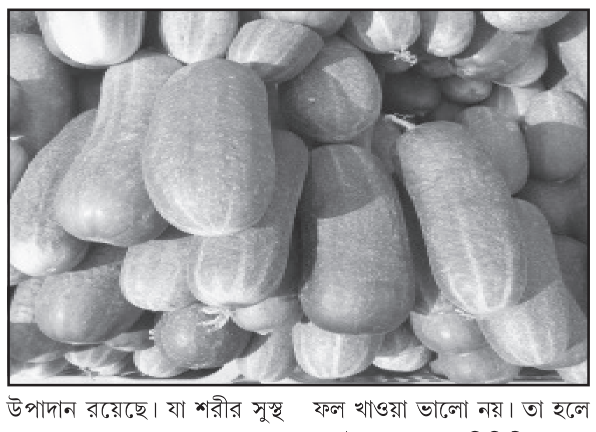

শসা সারা বছরই মার্কেটে পাওয়া যায়। গরমকালে শসা খাওয়া শরীরের জন্যও খুব ভালো। এতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। যা শরীর হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। শসার প্রচুর গুণ থাকলেও, ভুল উপায়ে খেলে বা শসা খাওয়ার আগে পরে বেশ কিছু জিনিস খেলে শরীরে গড়বড় হতে পারে। এক ঝলকে দেখে নিন তেমনই কিছু খাবার, যা শসা খাওয়ার পর এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

বছর ভর শসা বাজারে পাওয়া যায়। গরমকালে শসা খাওয়া শরীরের জন্যও খুব ভালো। এতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। যা শরীর হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। শসার প্রচুর গুণ থাকলেও, ভুল উপায়ে খেলে বা শসা খাওয়ার আগে পরে বেশ কিছু জিনিস খেলে শরীরে গড়বড় হতে পারে। তাই সতর্ক হওয়া দরকার।

শসার মধ্যে পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন - এ, বি, সি ও কে এর মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। যা শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

শসার নানা গুণাবলির মধ্যে অন্যতম এটি খেলে হজম ক্ষমতা বাড়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং ত্বকও ভালো থাকে।

শসার প্রচুর গুণ থাকলেও এটি খাওয়ার পর ৪টি জিনিস না খাওয়াই ভালো। তার মধ্যে অন্যতম দুধ। শসা খাওয়ার পর দুধ খেলে হজমের সমস্যা হয়। পেট ফাঁপা ও গ্যাসের সমস্যা হয়।

শসা খাওয়ার পর ভুলেও কমলালেবু, লেবু, আঙুরের মতো ফল খাওয়া ভালো নয়। তা হলে পেটে গ্যাস ও অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

কলা ও শসা দুটো খেলেই ঠান্ডা লাগতে পারে। ফলে শসার সঙ্গে কলা বা শসা খাওয়ার পর পরই কলা খাওয়া ভালো নয়। এতে ঠান্ডা লাগার সম্ভবনা বাড়ে। শ্লেষ্মা তৈরি হতে পারে।

শসা খাওয়ার পরপরই ভুলেও জল পান নয়। কারণ শসাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। তাই শসা খাওয়ার পর জল পান করলে হজমের সমস্যা তৈরি হতে পারে।

ত্বকের জন্য গাজরের ফেসপ্যাক ভালো

হাজার হাজার ক্রিম ব্যবহার করেও লাভ হচ্ছে না। উলটে ত্বক দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বরং একবার গাজর ট্রাই করুন। রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গাজরে রয়েছে এমন কিছু উপাদান, যা ত্বকে জেল্লা ফেরাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। হাজার হাজার ক্রিম ব্যবহার করেও লাভ হচ্ছে না। উলটে ত্বক দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বরং একবার গাজর ট্রাই করুন। রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গাজরে রয়েছে এমন কিছু উপাদান, যা ত্বকে জেল্লা ফেরাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। ১) এক চামচ মধুর সঙ্গে আধ কাপ গাজরের পেস্ট মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে এবং হাত-পায়ে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ২) দুচামচ বেসনের সঙ্গে গাজরের পেস্ট মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে এবং হাত-পায়ে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ দূর করতে দারুণ কাজ করে এই ফেসপ্যাক। ৩) অর্ধেক শসার পেস্ট ও অর্ধেক গাজরের পেস্ট একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর এতে এক চামচ মধু মিশিয়ে মিশ্রণটি ত্বকে মাখুন। ৩০ মিনিট পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৪) আধা কাপ গাজরের পেস্ট এবং এক চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে এক চামচ দুধ মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে উষ্ণ গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

নাইট ক্রিম নয় রোজ মাখুন অ্যাসোভেরা

রাতে নাইট ক্রিমের পরিবর্তে অ্যালোভেরা জেল মাখাটা অত্যন্ত উপকারী। এতেও সারা রাত জুড়ে স্কিনের ক্ষত পূরণ হয়। উলটে এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বিশেষ গরমে ত্বকের যত্ন নিতেও অত্যন্ত উপকারী এই জেল।

নায়িকাদের মতো কোমল ত্বক পেতে হলে তার যত্ন নেওয়াটা জরুরি। সেই কারণেই অনেকে রাতের নাইট ক্রিম মাখার পরামর্শ দেন। এটি মাখলে সারাদিন ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা সারারাতে সেই ক্ষতি আবার পূরণ হয়। নাইট ক্রিম মাখাটা প্রয়োজনীয়। ত্বককে আর্দ্র এবং মসৃণ করে তুলতেও বেশ কার্যকরী এই নাইট ক্রিম।

বাজারে অনেক ধরনের নাইট ক্রিম পাওয়া যাওয়া। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে নাইট ক্রিমে অনেক ধরনের কেমিক্যাল মেশানো হয়। যা সব সময় সবার ত্বকের জন্য যে মানানসই হবে তার কোনও মানে নেই। তাহলে উপায়? চিকিৎসকরা বলছেন, ‘‘সাপ মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না’’ এমন উপায় আছে। সেটি হল অ্যালোভেরা জেল।

রাতে নাইট ক্রিমের পরিবর্তে অ্যালোভেরা জেল মাখাটা অত্যন্ত উপকারী। এতেও সারা রাত জুড়ে স্কিনের ক্ষত পূরণ হয়। উলটে এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বিশেষ গরমে ত্বকের যত্ন নিতেও অত্যন্ত উপকারী এই জেল। জানেন কী কী উপকার হয় এই অ্যালোভেরা জেল মাখলে?

আর্দ্র ত্বক - তীব্র গরমে নিজের ত্বককে ভাল রাখতে হলে তা আর্দ্র রাখাটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঘুমানোর আগে অ্যালোভেরা জেল লাগালে ত্বকে হাইড্রেটেড থাকে। এটি ত্বককে আর্দ্র রাখে, যার ফলে ঘুম থেকে উঠলে পরের দিন ত্বক উজ্জ্বল দেখায়।

কোমল ত্বক - অ্যালোভেরা জেল ত্বককে নরম এবং মসৃণ রাখতেও সাহায্য করে। রাতে অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে ঘুমোলে, এটি ত্বককে সুস্থ হওয়ার জন্য সময় দেয়। ত্বককে হাইড্রেটেড এবং সুস্থ রাখে। এটি ত্বকের গঠন উন্নত করে, ত্বককে নরম এবং মসৃণ করে তোলে।

উজ্জ্বল ত্বক - গরমে সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসার কারণে ত্বক নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এর কারণে কালো দাগ এবং ট্যানিংও হতে শুরু করে। এই সমস্যাগুলি ত্বকের উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেয়। তবে ঘুমানোর আগে অ্যালোভেরা জেল লাগালে আপনি ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে পারেন। এর হাইড্রেটিং বৈশিষ্ট্য ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে।

ব্রণ কমাতে - গ্রীষ্মে, ত্বকে ঘাম এবং তেল বৃদ্ধির কারণে ব্রণের ব্রণও দেখা দিতে শুরু করে। অ্যালোভেরা জেল এই সমস্যাগুলির জন্য একটি ঔষধ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। অ্যালোভেরা জেলে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলি ত্বকের ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়, যা ব্রণের সমস্যা প্রতিরোধ করে।

বলিরেখা কমায় - অ্যালোভেরা জেল বলিরেখা এবং সূক্ষ্ম রেখা কমাতেও সাহায্য করে। এটি ত্বককে হাইড্রেটেড এবং আর্দ্র রাখে, যা বলিরেখা এবং সূক্ষ্ম রেখা প্রতিরোধ করে। এটি ত্বকের শুষ্কতা কমায় এবং ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্ট করে তোলে।

গরমে পেট ঠান্ডা রাখার জন্য খান লাউয়ের মালাইকারি

চিকিৎসকরা বলেন, চরম গরমে শরীর সুস্থ রাখতে সঠিক খাবার খাওয়া দরকার। আর এ ব্যাপারে লাউ হল সবচেয়ে উপকারি। তবে লাউ দিয়ে তো ডাল খেয়েছেন, লাউ ঘণ্ট খেয়েছেন। চিকিৎসকরা বলেন, চরম গরমে শরীর সুস্থ রাখতে সঠিক খাবার খাওয়া দরকার। আর এ ব্যাপারে লাউ হল সবচেয়ে উপকারি। তবে লাউ দিয়ে তো ডাল খেয়েছেন, লাউ ঘণ্ট খেয়েছেন। এবার স্বাদ বদলে খেয়ে নিতে পারেন লাউয়ের মালাইকারি। রইল সহজ রেসিপি। যা যা লাগবে-

লাউ খোসা ছাড়িয়ে ডুমো ডুমো করে কেটে ভাপিয়ে নিতে হবে। আলু খোসা ছাড়িয়ে চার টুকরো করে ভেজে রাখবেন।

এভাবে তৈরি করুন কড়াইতে আন্দাজমতো ঘি গরম করে তেজপাতা দিন। আদাবাটা, পেঁয়াজবাটা, হলুদ দিয়ে ভালো করে কষতে হবে। নুন, চিনি ও কাঁচালঙ্কা দিন। আলু দিয়ে ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করে লাউ দিয়ে কষবেন। সব সেদ্ধ হয়ে গেলে নারকেলের দুধ দিয়ে ঘন হলে নামাবেন। নামাবার আগে গরমমশলার গুঁড়ো দেবেন।

মস্তিষ্ক বলে কিছুই নেই এই ৬ প্রাণীর

আপনি কি জানেন পৃথিবীতে এমন কিছু প্রাণী আছে যাঁদের এই মস্তিষ্ক বলে জিনিসটা নেইই। কারা কারা সেই প্রাণী? এই প্রতিবেদনে রইল তালিকা। প্রাণী মাত্রই তার মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। আমরা কী খাব, কী পরব, কখন ঘুমোবো, হাত নড়বো নাকি পা নাড়বো, সব কিছুর সর্বময় কর্তা মস্তিষ্ক। অথচ আপনি কি জানেন পৃথিবীতে এমন কিছু প্রাণী আছে যাঁদের এই মস্তিষ্ক বলে জিনিসটা নেইই। কারা কারা সেই প্রাণী? এই প্রতিবেদনে রইল তালিকা।

ক্যারিবিয়ান বক্স জেলিফিশ — ক্যারিবিয়ান বক্স জেলিফিশ সাধারণত ক্যারিবিয়ান সাগরে দেখা যায়। যদিও এদের কোনও কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক নেই, তবে এদের চোখের আশেপাশে কয়েক হাজার নিউরন থাকে। ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে এই মস্তিষ্কবিহীন প্রাণীরা “অ্যাসোসিয়েটিভ লার্নিং”-এ বেশ পারদর্শী। অর্থাৎ যা চারপাশে ঘটছে তা দেখে দেখে শেখার ক্ষমতা রাখে।

বিডলেট অ্যানিমোন — বিডলেট অ্যানিমোন সাধারণত পাথুরে জলের গর্তে পাওয়া যায়। এই লাল রঙের শুঁড়ওয়ালা সামুদ্রিক প্রাণীর মস্তিষ্ক নেই। ইউনিভার্সিটি অব নটিংহ্যামের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়ায় এদের আচরণ বদলাতে পারে। তারা কতটা আক্রমণাত্মক হবে তা নির্ভর করে অপর অ্যানিমোনের সঙ্গে তাদের পরিচিতি বা সম্পর্কের ওপর।

ব্রিটল স্টার — ব্রিটল স্টার স্টারফিশ, সাধারণ স্টারফিশ মাছের গোত্রের এক ধরনের প্রাণী। এদেরও কোনও মস্তিষ্ক নেই। এদের শুধু একটি নার্ভ রিং থাকে। পাঁচটি বাহুর প্রতিটিতে থাকে নার্ভ কর্ড। যার কোনও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নেই। প্রতিটি নার্ভ কর্ড স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

সি স্কোয়ার্ট — সি স্কোয়ার্ট হল একধরনের সরল গঠনবিশিষ্ট প্রাণী, যারা সাধারণত পাথরের সঙ্গে লেগে থেকে জীবন কাটায়। এরা একপ্রান্ত দিয়ে জল গ্রহণ করে এবং অপর প্রান্ত দিয়ে তা বের করে ক্ষুদ্র খাদ্যকণা ধরার মাধ্যমে আহার করে।

স্লাইম মোল্ড — স্লাইম মোল্ড ছত্রাক, প্রাণী বা উদ্ভিদকোনওটাই নয়। এটি এককোষী, জেলির মতো একধরনের প্রাণী। মস্তিষ্ক না থাকা সত্ত্বেও এরা গোলকধাঁধা সমাধান করতে পারে, খাবারের খোঁজে যাওয়ার পথ মনে রাখতে পারে। সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারে। সবুজ সি আরচিন — সি হল একধরনের সরল সামুদ্রিক প্রাণী। এদের আচরণ বেশ চমকপ্রদ। যেমন — সমুদ্রের তলদেশ থেকে খোলস, পাথর, সামুদ্রিক ঘাস এমনকি প্লাস্টিকের টুকরো জোগাড় করে নিজেদের রক্ষার জন্য ব্যবহার করে থাকে।

বাড়িতেই বানিয়ে নিন রেস্তরাঁ মতো তন্দুরি চিংড়ি

রেস্তরাঁয় গেলে অনেক সময়ই আমরা টপাটপ মুখে পুরে ফেলি চিংড়ি তন্দুরি। অনেকেই মনে করি, যদি ঘরে এটা বানানো যেত। তবে জানেন কি, রেস্তরাঁ স্টাইলে তন্দুরি চিংড়ি বানানো মোটেই কঠিন কাজ নয়।

রেস্তরাঁয় গেলে অনেক সময়ই আমরা টপাটপ মুখে পুরে ফেলি চিংড়ি তন্দুরি। অনেকেই মনে করি, যদি ঘরে এটা বানানো যেত। তবে জানেন কি, রেস্তরাঁ স্টাইলে তন্দুরি চিংড়ি বানানো মোটেই কঠিন কাজ নয়। বরং সহজেই, বাড়িতে মাত্র কয়েক মিনিটেই তৈরি হয়ে যাবে তন্দুরি চিংড়ি। রইল রেসিপি।

যা যা লাগবে

গলদা চিংড়ি ২০টি, আদাবাটা: চা চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা চামচ, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, মাখন ২ টেবিল চামচ, টকদই ৪ টেবিল চামচ, নুন পরিমাণমতো, টম্যাটো সস ২ টেবিল চামচ, তন্দুরি মশলা ১ চা চামচ।

তৈরি করুন এভাবে

খোসাসহ চিংড়ির মাথা থেকে ময়লা পরিষ্কার করে ধুয়ে সমস্ত উপকরণ দিয়ে মাখিয়ে ১ ঘণ্টা রাখুন। চিংড়ি শিকে গেঁথে কাঠকয়লার আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারবিকিউ করে নিন। মাঝে মাঝে চিংড়ির গায়ে মশলা লাগিয়ে দিন। ইচ্ছা করলে তন্দুরি চিংড়ি ওভেনে বা গ্রিলারেও করা যায়।

গলার ক্যান্সারের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল স্বরে হঠাৎ পরিবর্তন

গলার ক্যান্সারের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল স্বরে হঠাৎ পরিবর্তন। যদি কেউ দীর্ঘদিন ধরে গলার স্বর ভেঙে যাওয়া, কর্কশ হয়ে যাওয়া বা স্বরের গভীরতা হ্রাস পেতে দেখেন, তবে এটি ক্যান্সারের ইঙ্গিত হতে পারে।

গলার ক্যান্সার বা ল্যারিনজিয়াল ক্যান্সার এমন একটি মারাত্মক রোগ যা গলার টিস্যুতে বা গলার আশপাশের অঙ্গগুলিকে প্রভাবিত করে। ক্যানসারের অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধির কারণে হয় এই ঘটনা। এই ক্যান্সার যদি প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত না হয়, তবে তা শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই গলার ক্যান্সারের লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু কী করে সাবধান হবেন? গলার ক্যান্সারের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল স্বরে হঠাৎ পরিবর্তন। যদি কেউ দীর্ঘদিন ধরে গলার স্বর ভেঙে যাওয়া, কর্কশ হয়ে যাওয়া বা স্বরের গভীরতা হ্রাস পেতে দেখেন, তবে এটি ক্যান্সারের ইঙ্গিত হতে পারে।

সাধারণ ঠান্ডা বা সংক্রমণজনিত কারণে গলা ব্যথা হতে পারে, কিন্তু যদি এই ব্যথা দুই সপ্তাহের বেশি সময় স্থায়ী হয় এবং ওষুধেও উপশম না হয়, তাহলে তা গলার ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

খাবার বা তরল গিলতে ব্যথা অনুভব হলে বা গলা দিয়ে খাবার নামতে সমস্যা হলে, সেটিও উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এটি অনেক সময় গলার ভেতরে টিউমার তৈরি হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। গলার ক্যান্সারের প্রভাবে আশপাশের স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হলে কানে ব্যথা অনুভূত হতে পারে, যদিও কান সংক্রমণের কোনো লক্ষণ না থাকে।

ঘাড়ে বা গলার পাশে কোনো অস্বাভাবিক ফোলা বা গাঁট অনুভব করা হলে, তা ক্যান্সার কোষের বিস্তারের লক্ষণ হতে পারে। বিশেষ করে যদি সেই গাঁট ব্যথাহীন হয় এবং ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া অনেক সময় ক্যান্সারের লক্ষণ। গলার ক্যান্সারে খাবার খাওয়া কষ্টকর হওয়ায় এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে কাশি থাকা, বিশেষ করে কাশির সঙ্গে রক্ত এলে, তা অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এই রকম ঘটলে অনতিবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নাহলে ছোট থেকে কখন তা আপনার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবে বোঝা মুশকিল।

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ঘুম

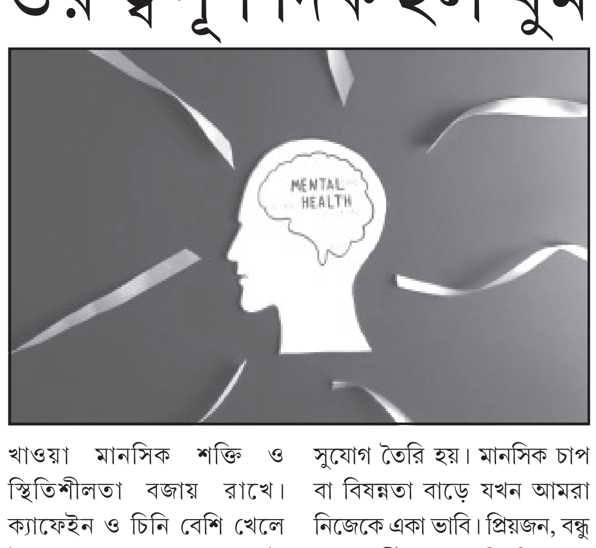

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ঘুম। পর্যাপ্ত ঘুম আমাদের মস্তিষ্ককে পুনরায় সংগঠিত হতে এবং প্রতিদিনের চাপ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। বর্তমানের ব্যস্ত জীবনে আমরা শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিলেও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটা ভুলে যাই। অথচ, একজন মানুষের সামগ্রিক সুস্থতা নির্ভর করে তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর। মানসিক চাপ, উদ্বেগ, একাকীত্ব, হতাশা বা অবসাদের মতো সমস্যা আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে ব্যাহত করতে পারে। তাই সময়মতো মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় জানা ও তা চর্চা করা অত্যন্ত জরুরি।

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ঘুম। পর্যাপ্ত ঘুম আমাদের মস্তিষ্ককে পুনরায় সংগঠিত হতে এবং প্রতিদিনের চাপ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। আপনি যা খান, তা শুধু শরীর নয়, মনকেও প্রভাবিত করে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল, শাকসবজি, পূর্ণ শস্য ও প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়া মানসিক শক্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। ক্যাফেইন ও চিনি বেশি খেলে উদ্বেগ বেড়ে যেতে পারে, তাই এসব নিয়ন্ত্রণে রাখা ভালো। ব্যায়াম শুধু শরীরের জন্য নয়, মনকেও চাঙ্গা করে। হাঁটা, দৌড়, যোগব্যায়াম বা নাচ, যেকোনো ধরণের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এন্ডরফিনের নিঃসরণ ঘটায়, যা আমাদের “হ্যাপি হরমোন” নামে পরিচিত। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করলে মন উৎফুল্ল থাকে। নিজের অনুভূতি, চাহিদা ও সীমাবদ্ধতা বোঝা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন কিছু সময় নিজের জন্য রাখুন। বই পড়া, গান শোনা, ধ্যান বা স্রেফ চুপচাপ বসে থাকা। এতে মন পরিষ্কার হয় এবং নিজেকে ভালোভাবে বোঝার সুযোগ তৈরি হয়। মানসিক চাপ বা বিষন্নতা বাড়ে যখন আমরা নিজেকে একা ভাবি। প্রিয়জন, বন্ধু বা সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলা, সময় কাটানো মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রয়োজনে কাউন্সিলরের সাহায্য নেওয়া মোটেও দুর্বলতার পরিচয় নয়।

মানসিক শান্তির পথে বড় বাধা হল অপরাধবোধ ও অতীত ভুলে আটকে থাকা। নিজেকে ছোট না করে, শেখা এবং এগিয়ে যাওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন কিছু ইতিবাচক কথা নিজেকে বলুন।

ঘন ঘন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার আত্মতুলনা, অসন্তুষ্টি এবং মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। সময় নির্ধারণ করে ব্যবহার করা এবং মাঝে মাঝে ডিজিটাল ডিটক্স নেওয়া মনকে বিশ্রাম দেয়।

মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ৬নং ওয়ার্ডের এক বিজেপি কর্মী সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

অমরপুরে বৈশাখী মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। গত ১০ মে ২০২৫ অমরপুর চণ্ডীবাড়ি মাঠে সপ্তাহ ব্যাপী বৈশাখী মেলা শুরু হয়। এই মেলার উদ্বোধন করে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভ-াচার্য্য বলেন, মেলা হচ্ছে সকল অংশে মানুষের মিলন ক্ষেত্র। মেলার মাধ্যমে রাজ্যের জাতি জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত'ত্ববোধ গড়ে উঠে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক র'তি দাস বলেন, অমরপুরের বৈশাখী মেলার একটা সুনাম রয়েছে। মেলায় শান্তি সম্পীতি বজায় রেখে সেই সুনামকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জীতেন্দ্র মজমদার, অমরপুর নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস, অমরপুর বিএসি'র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া, মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী প্রমুখ। সপ্তাহ ব্যাপী মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্ক'তিক ম' অনুষ্ঠিত হবে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান। এই সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীগণ অংশ গ্রহণ করবে। মেলা প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলবে।

অকাল বৃষ্টি ও শীতল আবহাওয়ায় তামিলনাড়ুতে বিদ্যুৎ চাহিদায় হঠাৎ পতন

আগরতলা, ১৩ মে : অকাল বৃষ্টি ও আচমকা ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে তামিলনাড়ুতে গত কয়েক দিনে বিদ্যুৎ চাহিদায় লক্ষণীয় হ্রাস দেখা দিয়েছে। সাধারণত গ্রীষ্মকালে রাজ্যে বিদ্যুৎ চাহিদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, কিন্তু এবছর মে মাসে সেই প্রবণতায় ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

তামিলনাড়ু জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্টি্রবিউশন কর্পোরেশন(টিজেএডিসিও)-এর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীরা ফ্যান, এসি এবং কুলার কম ব্যবহার করছেন। ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং রাজ্যের সামগ্রিক বিদ্যুৎ চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

প্রতিবছর এই সময়ে, মে মাসে তীব্র গরমের কারণে তামিলনাড়ুতে বিদ্যুৎ চাহিদা ১৭,০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু চলতি বছর অকাল বৃষ্টি ও মেঘলা আবহাওয়ার কারণে পরিবেশ অনেকটাই ঠান্ডা রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রাত ও সকালবেলা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে, যার ফলে ঠান্ডা যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরও কমেছে।

টিজেএডিসিও-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিদিনের বিদ্যুৎ ব্যবহারে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত কমে গেছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, যেখানে রাজ্যে এই সময়ে ১৭,০০০ মেগাওয়াট চাহিদা থাকার কথা, সেখানে তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫,৫০০ মেগাওয়াটে।

বিদ্যুৎ চাহিদায় এই আকস্মিক পতনে রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাও খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উপর চাপ কমেছে এবং নবায়নযোগ্য শক্তির, বিশেষ করে বায়ু ও সৌর বিদ্যুতের, উপর নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু অগ্রসর হচ্ছে, আন্দামান-নিকোবর সহ একাধিক অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে: দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (মনসুন) বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আন্দামান সাগর, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর আন্দামান সাগরের কিছু অংশের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। আগের দুই দিনও একই ধরনের বৃষ্টির প্রবণতা দেখা গেছে।

ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামী তিন থেকে চার দিন পর্যন্ত মৌসুমী বায়ুর আরও অগ্রগতির জন্য পরিবেশ অনুকূল রয়েছে। এটি দক্ষিণ আরব সাগর, মালদ্বীপ, কুমোরিন অঞ্চল, সমগ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং মধ্য বঙ্গোপসাগরের আরও কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

আজ মেঘালয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। পাশাপাশি, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, ত্রিপুরা, অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, কেরল, মাহে, রায়াল সীমা, পশ্চিমবঙ্গের উপ-হিমালয় অঞ্চল এবং সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতে, কোকণ ও গোয়ায় আগামীকাল পর্যন্ত এবং মধ্য মহারাষ্ট্র ও মারাঠওয়াড়ায় আগামী তিন দিন বজ্রপাত, দমকা হাওয়া এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় ও উপ-হিমালয় অঞ্চল এবং ঝাড়খণ্ডে আগামী দুই দিনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে তাপপ্রবাহ (লু) বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও সতর্কতা জারি করেছে অধিদপ্তর।

ডিব্রুগড়-নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসে নতুন এলএইচবি রেক, যাত্রী অভিজ্ঞতা হবে আরও উন্নত

গুয়াহাটি, ১৩ মে: যাত্রীদের আরও আরামদায়ক ও নিরাপদ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দিতে ডিব্রুগড়-নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ২০৫০৩)-এ পুরনো লিংকে হফম্যান বুশ (এলএইচবি) রেক-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচবি রেক সংযুক্ত করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, "নতুন রেকটিতে আধুনিক সাসপেনশন সিস্টেম, নতুন অভ্যন্তরীণ সজ্জা ও নান্দনিকতা যুক্ত করা হয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য আরও মসৃণ ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করবে। এটি ভারতীয় রেলের প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবাগুলিকে বিশ্বমানের করে তুলতে রোলিং স্টক আধুনিকীকরণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ।"

তিনি আরও বলেন, "ডিব্রুগড়-নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও জাতীয় রাজধানীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগরক্ষাকারী ট্রেন। নতুন রেকটি সদ্য কারখানা থেকে রোল আউট হয়েছে এবং এটি পূর্ববর্তী বহু বছর ব্যবহৃত পুরনো রেকটির স্থান নিয়েছে, যেটিতে স্বাভাবিকভাবে কিছু পরিধান ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।"

নতুন রেকটি আধুনিক মান অনুযায়ী তৈরি, যেখানে যাত্রী পরিষেবা, অভ্যন্তরীণ সজ্জা এবং নিরাপত্তার দিকগুলি উন্নত করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে আগের রেকের সঙ্গে অনেকাংশে মিল থাকলেও এর নতুনত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণের গুণগত মান যাত্রীদের ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক করে তুলবে।

কিশোর শর্মা বলেন, "এই পদক্ষেপ ভারতীয় রেলের বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে নেওয়া হয়েছেপ্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবাগুলিকে বিশ্বমানের করে তোলা এবং যাত্রীদের ক্রমাগত পরিবর্তিত প্রত্যাশা পূরণে নিজেদের প্রতিশ্রুতি দৃঢ় করা।"

সেনাবাহিনীর বড় সাফল্য, জম্মু-কাশ্মীরের শোপিয়ানে এনকাউন্টারে নিহত ৩ জঙ্গি

জম্মু, ১৩ মে : মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিনজন কট্টরপন্থী জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন কিলার'।

জানা গেছে, সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল শোপিয়ানের পাশের কুলগাম জেলায়। সেখান থেকে জঙ্গিরা সরে এসে শোপিয়ানে আশ্রয় নেয়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ইউনিটের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী একটি সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় অপারেশন শুরু করে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, "অপারেশন কিলার-এর অন্তর্গত ১৩ মে রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ইউনিটের নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শোপিয়ান জেলার শোয়েকাল কেলার এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতির খবর পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সেনা তল্লাশি অভিযান শুরু করে। অভিযানের সময় জঙ্গিরা প্রচণ্ড গুলি ছোড়ে এবং পাল্টা সংঘর্ষে তিন কট্টর জঙ্গি নিহত হয়। অভিযান এখনও চলছে।"

পুলিশ জানিয়েছে, কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলের কেলার এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে গোটা এলাকাকে ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। তল্লাশির সময় জঙ্গিরা প্রথম গুলি চালায় এবং এরপরেই শুরু হয় জোরদার বন্দুকযুদ্ধ, যার ফলস্বরূপ তিনজন জঙ্গিকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে।

এই ঘটনা ঘটেছে এমন এক সময়ে, যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অস্ত্রবিরতির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। বিগত কয়েক দিনে পাকিস্তানের তরফে গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলার পর ভারতীয় বাহিনী পাল্টা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।

এর আগে ভারত ৭ মে 'অপারেশন সিনদুর' পরিচালনা করেছিল, যার মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিকে ধ্বংস করা হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে ২২ এপ্রিল অনন্তনাগের কাছে পহেলগামের বৈসারান উপত্যকায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের উপর জঙ্গি হামলার প্রতিশোধ নেওয়া হয়, যাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

বর্তমান সংঘর্ষ ও অভিযান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং যে কোনও মূল্যে জঙ্গি কার্যকলাপ নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। শোপিয়ানে চলমান অভিযান ঘিরে নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি জারি রয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের উদ্যোগে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩মে: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের উদ্যোগে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান হয় বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে। নেশা নয় খেলাধুলাকে আঁকড়ে ধরো। এই আহ্বানে দক্ষিণ জেলার একশটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও সত্তরটি ভিলেজ কমিটির মধ্যে খেলা সামগ্রী বিতরন করা হয়। মঙ্গলবার বেলা বারোটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা করেন বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার। সাথে ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি , পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক রিতেশ শীল, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য অতিথিগন। শিল্পী প্রজ্ঞা চক্রবর্তীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা ক্রীড়া আধিকারিক রিতেশ শীল। এরপর জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত আলোচনা রাখেন। আলোচনা রাখতে গিয়ে অতিথিগন পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার জন্য মাঠ মুখী হওয়ার আবেদন জানিয়ে নেশা ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান রাখেন।

অমৃতসরে বিষাক্ত মদ পানে ১৫ শ্রমিকের মৃত্যু, চাঞ্চল্য ছড়াল পাঞ্জাবজুড়ে

চণ্ডীগড়, ১৩ মে : অমৃতসরের একটি গ্রামে বিষাক্ত দেশি মদ পান করে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জন শ্রমিকের। স্থানীয়ভাবে তৈরি ওই মদ পান করার কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের তড়িঘড়ি করে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা অনেককেই বাঁচাতে পারেননি।

এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পাঞ্জাব পুলিশ। ইতিমধ্যেই অবৈধ মদ তৈরি ও বিক্রির অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বড় পরিমাণ ভেজাল মদ জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত মদের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবেও পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেছে, ওই মদে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ছিল, যা শ্রমিকদের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

ঘটনার পর স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা গ্রামটি পরিদর্শন করেছেন। মৃতদের পরিবার ও চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা।

অনেকেই এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় অতিরিক্ত মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছে গ্রামে।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশকে অবৈধ মদ ব্যবসায় জড়িত প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গ্রামের মানুষের মধ্যে এই ঘটনার পর চরম ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

তাদের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনের গাফিলতির কারণেই অবৈধ মদের রমরমা চলছে। অনেকে জানান, বহুদিন ধরেই প্রকাশ্যে এইসব মদ বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি। সমাজকর্মী ও মানবাধিকার কর্মীরাও অবিলম্বে কঠোর আইন প্রয়োগের দাবি তুলেছেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর পুরো রাজ্যে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। পাশের এলাকাগুলিতেও ভেজাল মদ রুখতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে, কোথাও অবৈধ মদ বিক্রির খবর থাকলে প্রশাসনকে জানাতে। এই ঘটনা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, লাইসেন্সবিহীন ও ভেজাল মদের ঝুঁকি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখে দেওয়া। মৃতদের পরিবার এখন ন্যায়বিচার ও সরকারের সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছেন।

আমেরিকান স্টিল শুল্কের জবাবে কয়েকটি মার্কিন পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে জানাল ভারত

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : যুক্তরাষ্ট্রের স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ভারত কয়েকটি মার্কিন পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তের কথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে ভারত সরকার।

ভারতের এই পদক্ষেপ মূলত দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করা এবং বাণিজ্য ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ভারতসহ একাধিক দেশের উপর অতিরিক্ত স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম শুল্ক আরোপ করে, যার ফলে মার্কিন বাজারে ভারতীয় স্টিল পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা হ্রাস পায়। ভারতীয় রপ্তানিকারকরা এই কারণে উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় ভারত সরকার কিছু নির্দিষ্ট মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। প্রস্তুত করা তালিকায় বাদাম, আপেলসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য রয়েছে, যেগুলির উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ম মেনে এই তালিকাটি ডব্লিউটিও-র কাছে পেশ করা হয়েছে, যাতে অন্যান্য সদস্য দেশও এটি পর্যালোচনা করতে পারে ও তাদের মতামত জানাতে পারে।

ভারত সরকারের মতে, এই সিদ্ধান্ত দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারসাম্য রক্ষা করবে। ভারতের আশা, এই শুল্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করবে এবং উভয় দেশের মধ্যে ভবিষ্যতে আলোচনা চালানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে ভারত স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে যে, দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষতি হলে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

এই মুহূর্তে ডব্লিউটিও ভারতের পরিকল্পনা পর্যালোচনা করছে। যুক্তরাষ্ট্রও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং উভয় দেশের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। ভারত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির মীমাংসা চাইলেও প্রয়োজনে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে।

এই পদক্ষেপ ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতিতে দৃঢ় অবস্থান এবং দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। একই সঙ্গে এটি দেখিয়ে দেয়, ন্যায্য বাণিজ্য প্রথা রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিস্থিতির পরবর্তী ধাপ নির্ভর করবে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্ভাব্য আলোচনা ও পরবর্তী পদক্ষেপের উপর।

তাইওয়ানের আকাশসীমা ও জলসীমায় ৩১টি চীনা যুদ্ধবিমান ৭টি যুদ্ধজাহাজ; উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল তাইওয়ান প্রণালীতে

তাইপেই, ১৪ মে : তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, তারা ৩১টি চীনা যুদ্ধবিমানের উপস্থিতি শনাক্ত করেছে, যার মধ্যে ৩০টি বিমান তাইওয়ান প্রণালীর মাঝরেখা অতিক্রম করে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশসীমায় ঢুকে পড়েছে। এছাড়াও দেখা গেছে ৭টি চীনা যুদ্ধজাহাজ এবং একটি সরকারি জাহাজও তাইওয়ানের জলসীমার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। তাইওয়ানের সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে, তারা মিশন বিমানে, যুদ্ধজাহাজ ও উপকূলভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহার করে এই পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত রয়েছে।

তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে, 'আজ স্থানীয় সময় সকাল ৬টা পর্যন্ত ৩১টি চীনা সামরিক বিমানের গতিবিধি শনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৩০টি বিমান মাঝরেখা অতিক্রম করে আমাদের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশ প্রতিরক্ষা শনাক্তকারী অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। একইসঙ্গে ৭টি চীনা নৌজাহাজ ও একটি সরকারি জাহাজও চিহ্নিত হয়েছে।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, আজ ভোরে চীনের সিচুয়ান প্রদেশের শিচাং স্যাটেলাইট লঞ্চ সেন্টার থেকে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। উপগ্রহটি তাইওয়ানের মধ্যাঞ্চলের উপর দিয়ে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হয়েছে। যেহেতু এটি বায়ুমণ্ডলের বাইরের উচ্চতায় ছিল, তাই এই উৎক্ষেপণ তাইওয়ানের জন্য কোনও হুমকি তৈরি করেনি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, 'আজ স্থানীয় সময় ভোর ২:০৯ মিনিটে চীন থেকে উৎক্ষেপিত উপগ্রহটি তাইওয়ানের মধ্যাঞ্চলের উপর দিয়ে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যায়। উচ্চতা বায়ুমণ্ডলের বাইরে হওয়ায় এটি কোনও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি করেনি। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছে এবং যেকোনও পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।'

চীনের আগ্রাসী অবস্থানের নিন্দা জানিয়েছে তাইওয়ান। গত মাসেও তাইওয়ান ১৯টি চীনা যুদ্ধজাহাজ শনাক্ত করেছিল এবং চীনের যৌথ সামরিক মহড়ার তীব্র নিন্দা করে বলেছিল। এই ধরনের আগ্রাসন অঞ্চলিক শান্তির জন্য বিপজ্জনক। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একে স্থিতাবস্থার পরিপন্থী ও চরম উসকানিমূলক বলে অভিহিত করেছে। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তেং চীনকে 'বিদেশি শত্রুপক্ষ' হিসেবে উল্লেখ করে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছেন। সম্প্রতি গুপ্তচরবৃত্তি সংক্রান্ত একাধিক ঘটনার মধ্যেও তাইওয়ান প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি জোরদার করেছে।

চীন বরাবরই তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে এসেছে এবং প্রয়োজনে বলপ্রয়োগে দখলের হুমকি দিয়েছে। গত কয়েক বছরে চীন তাইওয়ান প্রণালীতে বারংবার সামরিক মহড়া চালিয়ে দ্বীপটির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা তাইওয়ান প্রণালীকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে গণ্য করে নিয়মিত যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে এবং চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলা করতে চাইছে।

ব্রিটেনে অভিবাসন নীতিতে কড়াকড়ি, ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের শর্ত আরও কঠোর করল স্টারমার সরকার

লন্ডন, ১৩ মে : ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার ঘোষণা করেছেন, দেশটির নতুন অভিবাসন সংস্কারের অংশ হিসেবে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের ওপর আরও কঠোর শর্ত আরোপ করা হবে। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য দ্বিগুণ সময়সীমা, এবং পরিবারের মাধ্যমে অভিবাসনের ক্ষেত্রে আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা। স্টারমারের কথায়, "আপনি যদি ব্রিটেনে বাস করতে চান, তাহলে ইংরেজি বলতে জানতে হবে। এটা সাধারণ বোধ।" এই মন্তব্যটি তিনি তাঁর অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন।

অভিবাসন নীতিতে নতুন অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্ক নির্ভরশীলদের জন্য ইংরেজি ভাষা জানার শর্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্কিল্ড ওয়ার্কার ভিসা পেতে হলে এখন থেকে প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিধারী হতে হবে। ভিসা নবায়ন এবং স্থায়ী বাসস্থান/নাগরিকত্বের আবেদন উভয় ক্ষেত্রেই বাড়তি ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ দিতে হবে। নাগরিকত্ব বা স্থায়ী বসবাসের যোগ্যতা অর্জনের সময়সীমা ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করা হয়েছে। সামাজিক সেবার কাজের জন্য (যেমনপ্রবীণ ও প্রতিবন্ধী পরিচর্যা) বিদেশি নিয়োগ বন্ধ করা হবে। পরিবারভিত্তিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে প্রবাসীদের আর্থিক সহায়তার সক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এসেছে যখন ব্রিটেনে অভিবাসন ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। কট্টরপন্থী অভিবাসন বিরোধী রিফর্ম পার্টির সমর্থন ক্রমাগত বাড়ছে, যা স্টারমারের লেবার পার্টির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ২০২৩ অর্থবছরে ব্রিটেনে ৯ লাখ ৬ হাজার অভিবাসী প্রবেশ করেছেন, যা ছিল রেকর্ড পরিমাণ। ২০২৪ সালে এই সংখ্যা কিছুটা কমে ৭ লাখ ২৮ হাজারে দাঁড়িয়েছে। স্টারমার সরকারের কড়া অবস্থানকে অনেকে লেবার পার্টির ঐতিহ্যবাহী 'সহনশীল অভিবাসন নীতির' বিপরীত বলে মনে করছেন।

ব্রিটেনের সংসদ সদস্য জারাহ সুলতানা এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেন, স্টারমারের বক্তব্য ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এনক পাওয়েলের ভাষণের প্রতিধ্বনি, যা অভিবাসন বিরোধী মনোভাবের প্রতীক হয়ে আছে ব্রিটেনের ইতিহাসে। তবে প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের সাফ কথা, "আমরা আমাদের সীমান্তের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবো।"

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্লেষকদের বক্তব্য, স্টারমারের এই কড়া অবস্থান মূলত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপের ফল। রিফর্ম পার্টির নেতা নাইজেল ফারাজ বারবার অভিবাসনের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছেন, এমনকি 'অপ্রয়োজনীয় অভিবাসনে স্থগিতাদেশ' দাবি করেছেন। সেই প্রেক্ষাপটেই স্টারমার সরকার এই কঠোর সংস্কার পেশ করল বলে মনে করা হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের ফলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জন্য যুক্তরাজ্যে প্রবেশ ও স্থায়ী হওয়ার পথ অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়বে, বিশেষ করে যারা পরিবারের মাধ্যমে অভিবাসন করেন বা সামাজিক সেবার পেশায় যুক্ত রয়েছেন। এই সংস্কারের বাস্তবায়ন ও তার প্রভাব এখন গোটা ব্রিটেনেই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় নাগার্জুন সাগরের "বুদ্ধবনম" পরিদর্শনে ৭২তম মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারীরা

তেলেঙ্গানা, ১৩ মে ৭২তম মিস ওয়ার্ল্ড সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারীরা বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র উপলক্ষে নাগার্জুন সাগরের বিখ্যাত 'বুদ্ধবনম' এলাকা পরিদর্শন করলেন। এই ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থানটি পরিদর্শন করেন এশিয়া ও মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিযোগীরা।

আয়োজকদের মতে, এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল তেলেঙ্গানার সমৃদ্ধ ইতিহাস ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রতিযোগীদের অবহিত করা। বৌদ্ধ ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিক বার্তা ও স্থাপত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করাই ছিল এই পরিদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

'বুদ্ধবনম' হল একটি সমন্বিত বৌদ্ধ সার্কিটের অংশ, যা গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষাকে তুলে ধরার লক্ষ্যে পরিকল্পিত। সফরের শুরুতে প্রতিযোগীরা 'বুদ্ধচরিত বনম' ঘুরে দেখেন, এরপর তাঁরা পরিদর্শন করেন বৌদ্ধ হেরিটেজ মিউজিয়াম।

এখানে বুদ্ধের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং 'জাতক পার্ক'-এ তাঁর পূর্বজন্মের গল্পগুলি নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিযোগীরা ধ্যানের জন্য নির্মিত 'ধ্যান বনম' এবং বৌদ্ধ স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন, বিশাল 'মহাস্তূপ' সহ 'স্তূপ বনম'-ও ঘুরে দেখেন।

পাকিস্তানে বিস্ফোরণ — ৫১টি জায়গায় ৭১টি সমন্বিত হামলা, দাবি করল বালুচ মুক্তি বাহিনী

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : পাকিস্তান জুড়ে চলছে সশস্ত্র বিদ্রোহের নতুন ঢেউ। বালুচ মুক্তি বাহিনী জানিয়েছে, তারা 'অপারেশন হিরোফ'-এর আওতায় ৭১টি সমন্বিত হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের ৫১টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। হামলার লক্ষ্য ছিল সামরিক কনভয়, গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর ঘাঁটি, পুলিশ স্টেশন, খনিজ পরিবহন কনভয় এবং জাতীয় সড়কপথ সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো।

বিএলএ এক বিবৃতিতে বলেছে, "পাকিস্তানের অবস্থা এখন চূড়ান্ত ভঙ্গুর। যারা এখনো ভাবছে শান্তির আশ্বাসে কিছু হবে, তারা আসলে চোখ বন্ধ করে আছে বাস্তবতার সামনে।"

১১ মে প্রকাশিত বিবৃতিতে বিএলএ সরাসরি পাকিস্তানকে 'জঙ্গি রপ্তানিকারক রাষ্ট্র' আখ্যা দিয়ে বলেছে, "পাকিস্তান শুধু একটি সন্ত্রাসের জন্মস্থান নয়, এটি একটি পারমাণবিক সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।" লস্কর-ই-তৈয়েবা, জইশ-ই-মোহাম্মদ ও আইএসআইএস-এর মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক তুলে ধরেছে তারা।

বিএলএ দাবি করেছে, এই হামলা ছিল কেবল ধ্বংসের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বৃহত্তর যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ — একে তারা অভিহিত করেছে "সামরিক কৌশল ও নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষা" হিসেবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা পাহাড়ে, শহরে এবং প্রতিটি ফ্রন্টে শত্রুকে পরাজিত করেছি।"

বিবৃতিতে ভারতের উদ্দেশে একটি কড়া বার্তাও দেওয়া হয়েছে — "যে রাষ্ট্রের হাতে রক্ত লেগে আছে, তার সঙ্গে আর শান্তির স্বপ্ন দেখা অনর্থক।" তারা ভারতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও আহ্বান জানিয়েছে পাকিস্তানের 'ভণ্ডামি ও সাময়িক কূটনৈতিক নাটক' নিয়ে আর প্রতারিত না হতে।

বিএলএ অভিযোগ করেছে, "বিশ্বশক্তির নীরবতা ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রকে আরো শক্তিশালী করে তুলছে।" তারা সতর্ক করেছে, "বিএলএ আর অনুমতির অপেক্ষায় থাকবে না। আমরা যুদ্ধ জারি রাখব যতক্ষণ না পাকিস্তান একটি সন্ত্রাসমুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার পথে রুদ্ধ হয়ে যায়।"

বিবৃতিতে বিএলএ আরও জানিয়েছে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, বিশেষ করে জঙ্গি গোষ্ঠীর উপর নির্ভরতা, এখন গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তারা বলছে, এটি শুধুমাত্র বালুচিস্তান নয়, সমগ্র অঞ্চলের 'একটি নতুন নিরাপত্তা অধ্যায়ের সূচনা'।

গোয়াদর বন্দর, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বালুচিস্তান, এবং আফগান-ইরান সীমান্তে অবস্থিত অঞ্চলের উপর কৌশলগত দখলদারি — এই সবকিছুই পাকিস্তানের জন্য এখন ঘোর সঙ্কট। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করছে বিএলএ।পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে বিএলএ তাদের বিবৃতির শেষে বলেছে, "আমরা আর নিঃশব্দ দর্শক নই। আমরা দক্ষিণ এশিয়ার নতুন ভোরের রচয়িতা।"

ভারত থামবে না, আঘাত করলে ধ্বংস করে দেবে, রাজনাথ সিংয়ের কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : ভারত এখন আর থামবে না। আঘাত করলে ধ্বংস করে দেবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার রাজধানীতে একটি উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠকে এই সুরেই কড়া বার্তা দিয়েছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দিনেশ কে ত্রিপাঠী এবং প্রতিরক্ষা সচিব গিরিধার আরামানে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সোমবার রাতের জাতির উদ্দেশে জোরালো ভাষণের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রতিরক্ষা কৌশলে একটি স্পষ্ট মোড় নেওয়ার ইঙ্গিত মিলেছেভারত আর শুধু প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে না, বরং একটি নতুন নীতির রূপরেখা তৈরি করছে। লাগাতার পাল্টা আঘাত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অমরপুরে বৈশাখী মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে; গত ১০ মে ২০২৫ অমরপুর চন্ডীবাড়ি মাঠে সপ্তাহ ব্যাপী বৈশাখী মেলা শুরু হয়। এই মেলার উদ্বোধন করে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, মেলা হচ্ছে সকল অংশে মানুষের মিলন ক্ষেত্র। মেলার মাধ্যমে রাজ্যের জাতি জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক রঞ্জিত দাস বলেন, অমরপুরের বৈশাখী মেলার একটা সুনাম রয়েছে। মেলায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে সেই সুনামকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস, অমরপুর বিএসি"র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া, মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী প্রমুখ। সপ্তাহ ব্যাপী মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীগণ অংশ গ্রহণ করবে। মেলা প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত চলবে।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল শিশু সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ মে: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে বিয়ে হয়ে যাওয়া এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো শিশু সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিকরা।

বাল্য বিবাহ রুখতে সর্বদা সক্রিয় ঊনকোটি জেলার শিশু সুরক্ষা ইউনিট। এব্যাপারে শিশু কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান রেবা দাস জানান উনারা বিগত কিছুদিন পূর্বে সামাজিক মাধ্যমে দেখতে পান যে উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর এলাকার এক ১৬ বছরের নাবালিকার সাথে কৈলাসহর মহকুমার এক যুবকের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময় জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের কর্মীরা উক্ত যুবকটির বাড়িতে যায় এবং ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায়। মঙ্গলবার দুপুরবেলা নাবালিকাকে শিশু কল্যাণ সমিতির অফিসে নিয়ে আসা হয়। উত্তর জেলার শিশু কল্যাণ সমিতির অফিসে উক্ত নাবালিকাটিকে আজ হস্তান্তর করা হবে। তিনি আরও জানান যে উক্ত নাবালিকা চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে এবং সে খুব মেধাবী ছাত্রী। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে যারা এই বিষয় নিয়ে শিশু কল্যাণ সমিতির কুৎসা রটিয়েছে তার তিনি তীব্র নিন্দা জানান। উনারা সেই নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। উক্ত বাল্যবিবাহ নিয়ে আজ কৈলাসহর থানায় শিশু কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলেও তিনি জানান।

রুটিন চেকিংয়ে অবৈধ বিলেতি মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে উত্তমভক্ত চৌমুহনী নাকা পয়েন্টে একটি গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সঙ্গে আটক করা হয়েছে গাড়ির চালককে। উত্তম ভক্ত চৌমুহনী নাকা পয়েন্টে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ বিলেতি মদ উদ্ধার সহ গাড়ির চালককে আটক করলো বিশালগড় থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে। আটক চালক সহ উদ্ধার অবৈধ বিলেতি মদ থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রত্যেক দিনের মতো বিশালগড় থানার এএসআই প্রদীপ নট্ট, এএসআই কাকলি সাহা উত্তম ভক্ত চৌমুহনী নাকা পয়েন্টে ভেহিকেল চেকিং করছিলেন। ঠিক সেই সময় একটি কমান্ডার গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির ৭৪টি অবৈধ বিলিত মদের বোতল উদ্ধার করে এবং গাড়ির চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

ধর্মনগরে বজ্রাঘাতে আহত

● প্রথম পাতার পর

আশেপাশে অবস্থানরত ছাত্রীদের শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পায়। মাদ্রাসার আলেম দ্রুত পরিস্থিতি বুঝে কদমতলা দমকল দপ্তরে খবর দেন।খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ছাত্রীদের উদ্ধার করে কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান।সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ছাত্রীদের অবস্থা গুরুতর দেখে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে সকলেই ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উক্ত ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় স্কুল ও মাদ্রাসাগুলিতে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করার জোড়ালো দাবি তুলেছে অভিভাবক মহল।

ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মোহনপুর

● প্রথম পাতার পর

শুরু করে সব্জী, ফসল, ধানের জমি, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে বৈদ্যুতিক খুঁটি পড়ে গেছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে গত তিন দিন ধরে। পানীয় জলের সমস্যাও চলছে। এই সবগুলো সমস্যা নিরসনে প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে।

এদিনের সফরে জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন বামুটিয়া ব্লকের বিডিও অমিতাভ ভট্টাচার্য্য, বামুটিয়া মন্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস, পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্যরা।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

হাউসিং, ব্লু লুটাস ক্লাব, কামারপুকুর পাড়, এবং ধলেশ্বর দেবেন্দ্র দেবনাথ রোড।

কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে ভারী বস্তু ফেলে শর্ট সার্কিট করানো হয়েছে বলেও জানা যায়। এমনকি কামারপুকুর পাড় এলাকার একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি স্কুটিতে এসে ট্রান্সফরমারের গ্যাং ফেলে দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই গোটা এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়।

এই ঘটনায় পূর্ব থানায় এফআইআর দায়ের করেছে বিদ্যুৎ নিগম। বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ও পূর্ব থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পুলিশ প্রশাসন পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। এছাড়াও ঘটনার প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের জন্য আইটি দপ্তরের সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, "ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে কোনো ঘাটতি নেই। শুধুমাত্র যান্ত্রিক ত্রুটি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু সম্প্রতিক ঘটনাগুলি একেবারে অন্য প্রকৃতির। এগুলি সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নাশকতা।"

তিনি আরও জানান, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হলেও, এলাকাবাসীকে আগাম জানানো হয়। প্রকল্পের কাজ বা দুর্যোগ ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের। শহরবাসী ও রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রী আহ্বান জানান, "যদি কেউ সন্দেহজনক কিছু দেখতে পান, অবিলম্বে স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিস অথবা থানায় জানান। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে চুরি বা অন্য অপরাধ ঢাকার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"

রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ পরিষেবাকে স্থিতিশীল ও নিরাপদ রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, "জনগণের সচেতনতা ও সহযোগিতাই এই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অস্ত্র।"

সব মিলিয়ে, বিদ্যুৎ পরিষেবায় এই নাশকতা রাজ্যের নিরাপত্তায় এক নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। প্রশাসনের সক্রিয় পদক্ষেপ ও জনগণের সচেতনতার মধ্য দিয়েই এই চক্রান্ত রুখে দেওয়া সম্ভবএই বার্তাই দিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বিশ্ব এখন এই নতুন

● প্রথম পাতার পর

অভিযান নয়, এটি ভারতের নীতি, অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্তমূলক ক্ষমতার "ত্রিমুখী সমন্বয়"ঊ তিনি উল্লেখ করেন, ভারত হল সেই ভূমি যেখানে বুদ্ধ এবং গুরু গোবিন্দ সিংহজির মত মহাপুরুষ জন্মেছেন, যিনি ঘোষণা করেছিলেন'আমি একজন যোদ্ধাকে সোয়া লাখের প্রতিপক্ষে লড়তে শেখাবো আমি চড়ুই পাখিকে বাজের বিরুদ্ধে জয়ী করাবো তবেই আমাকে গুরু গোবিন্দ সিং বলা হবেঊ" তিনি বলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসীরা ভারতের কন্যাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে, ভারতীয় বাহিনী তখন তাদের গোপন আশ্রয়ে গিয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আক্রমণকারীরা কাপুরুষের মতো লুকিয়ে এসেছিল, ভুলে গিয়েছিল তারা কাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে,ভারতের দুর্জয় সশস্ত্র বাহিনীকে। তিনি ভারতীয় সেনার বীরত্বের প্রশংসা করে বলেন, তারা সরাসরি আঘাত হানে, বড় বড় সন্ত্রাস ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। নয়টি সন্ত্রাসবাদী আস্তানা ধ্বংস করা হয়েছে এবং একশোর বেশি জঙ্গিকে নির্মূল করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসের মূলচালকেরা এখন বুঝে গিয়েছেভারতকে উস্কে দিলে তার পরিণাম একটাইসম্পূর্ণ ধ্বংস। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারতে নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরানোর যে কোনো চেষ্টা শুধুই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়া পাকিস্তানি সেনাকেও ভারতীয় সেনা, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেসন্ত্রাসবাদীদের জন্য আর কোনো নিরাপদ আশ্রয় নেই।" তিনি জানান, ভারত তাদের ভূখণ্ডে ঢুকে আঘাত হানবে, পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ দেবে না। তিনি বলেন, ভারতের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র এমন ভয় সৃষ্টি করেছে যে, পাকিস্তান কেবল ভাবলেই কয়েক রাত ঘুমোতে পারবে না। তিনি মহারাণা প্রতাপের প্রসিদ্ধ ঘোড়া 'চেতক' সম্পর্কে লেখা একটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, এখন সেই কথাগুলো ভারতের আধুনিক উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গেও সমানভাবে মিলে যায়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য দেশের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করেছে, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, ভারতের সীমান্তকে সুরক্ষিত করেছে এবং ভারতের গৌরবকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর অসাধারণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করে তাদের কাজকে অভূতপূর্ব, অকল্পনীয় এবং বিস্ময়কর বলে বর্ণনা করেন। তিনি ভারতীয় বায়ুসেনার আঘাতের সূক্ষ্মতা ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদের কথা উল্লেখ করে বলেন, তারা পাকিস্তানের গভীরে সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানাগুলিকে সফলভাবে আঘাতের লক্ষ্যবস্তু করেছে। শ্রী মোদী বলেন, মাত্র ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী সীমান্ত পার হয়ে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে আঘাত হেনেছে, একেবারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। তিনি জানান, এমন অভিযান কেবল একটি আধুনিক, প্রযুক্তি-সজ্জিত এবং উচ্চ প্রশিক্ষিত পেশাদার বাহিনীর পক্ষেই সম্ভব। তিনি ভারতের সেনাবাহিনীর গতি এবং নিখুঁত সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেন, তাদের দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে হতবাক করে দিয়েছে। তিনি বলেন, শত্রুরা বুঝতেই পারেনি কখন তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলি ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

ভারতের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের গভীরে সন্ত্রাসী সদর দপ্তরগুলোর ওপর আঘাত হেনে প্রধান সন্ত্রাসী অপারেটরদের নির্মূল করাঊ এই বিষয়টিকে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান তার কার্যকলাপ আড়াল করতে বেসামরিক বিমান ব্যবহার করার চেষ্টা করলেও, ভারতীয় বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং নির্ভুলতার সাথে জবাব দিয়েছে। তিনি বাহিনীর প্রশংসা করে বলেন, তারা মিশনটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এবং একই সঙ্গে সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেছে। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ বজায় রেখে সফলভাবে মিশন সম্পন্ন করার জন্য বাহিনীগুলোর প্রশংসা করেন। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন, ভারতীয় সৈনিকেরা নিখুঁত নির্ভুলতা ও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তাদের লক্ষ্য পূরণ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, এই অভিযান কেবল পাকিস্তানের ভিতরে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি ও বিমানঘাঁটিগুলোকেই ধ্বংস করেনি, বরং তাদের অশুভ উদ্দেশ্য এবং বেপরোয়া দুঃসাহসকেও নির্মমভাবে চূর্ণ করেছে।

শ্রী মোদী বলেন, অপারেশন সিঁদুরের পর শত্রুপক্ষ হতাশ হয়ে একাধিকবার ভারতের বিভিন্ন বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা চালিয়েছে। তবে পাকিস্তানের প্রতিটি হামলার চেষ্টা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পাকিস্তানের ড্রোন, ইউএভি, বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্রসবই ভারতীয় শক্তিশালী 'আকাশ' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ভারতের প্রস্তুতি এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা শত্রুর সমস্ত হুমকি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি দেশের বিমানঘাঁটিগুলির কার্যকর তদারকিতে থাকা নেতৃত্বের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভারতীয় বায়ুসেনার প্রতিটি আকাশযোদ্ধার প্রতি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি দেশের প্রতিরক্ষায় তাদের অসাধারণ পারফরম্যান্স ও অটুট নিষ্ঠার প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ভারত এখন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তার অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেঊ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, যদি ভারতের উপর আরেকটি সন্ত্রাসী হামলা হয়, তবে ভারত তা নিশ্চিতভাবে এবং শক্তিশালীভাবে প্রতিরোধ করবে। তিনি ভারতের আগের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং এয়ার স্ট্রাইকের দৃঢ় পদক্ষেপগুলোর কথা স্মরণ করে উল্লেখ করেন যে, অপারেশন সিঁদুর এখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে। তিনি গত রাতের ভাষণে উল্লিখিত তিনটি মূলনীতি পুনরায় ব্যক্ত করেন। প্রথমত, যদি ভারতকে সন্ত্রাসী হামলার লক্ষ্য করা হয়, তাহলে প্রতিক্রিয়া হবে দেশের নিজের নিয়ম এবং শর্তাবলী অনুযায়ী। দ্বিতীয়ত, ভারত কোনো ধরনের পরমাণু ব্ল্যাকমেইল সহ্য করবে না। তৃতীয়ত, ভারত আর সন্ত্রাসী মাস্টারমাইন্ড এবং তাদের আশ্রয়দানকারী সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করবে না। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, 'বিশ্ব এখন এই নতুন এবং দৃঢ় ভারতকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, যা তার জাতীয় নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব অনুযায়ী অভিযোজিত হয়েছে'।

শ্রী মোদী বলেন, "অপারেশন সিঁদুরের প্রতিটি মুহূর্ত ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি এবং সক্ষমতার প্রমাণ"ঊ তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর মধ্যে অসাধারণ সমন্বয়ের প্রশংসা করে বলেন, তাদের সহযোগিতা অসাধারণ ছিল। তিনি সমুদ্রে নৌবাহিনীর আধিপত্য, সেনাবাহিনীর সীমান্ত রক্ষার দৃঢ়তা এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ) এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর অসাধারণ কর্মক্ষমতার প্রশংসা করেন। তিনি ভারতের সমন্বিত আকাশ এবং স্থল যুদ্ধ ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর গুরুত্বারোপ করে ঘোষণা করেন যে, এই ধরনের সমন্বয় এখন ভারতের সামরিক শক্তির একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। অপারেশন সিঁদুর চলাকালে জনশক্তি ও উন্নত সামরিক প্রযুক্তির অসাধারণ সমন্বয়কে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, বহু যুদ্ধের সাক্ষী ভারতের ঐতিহ্যবাহী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও বলীয়ান হয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত 'আকাশ'-এর মতো প্ল্যাটফর্ম এবং শক্তিশালী আধুনিক ব্যবস্থাপনা'এস-৪০০'-এর মাধ্যমে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারতের শক্তিশালী নিরাপত্তা বর্ম এখন একটি নির্ধারণকারী শক্তি হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের বারবার প্রচেষ্টার পরেও, ভারতীয় বিমানঘাঁটি এবং প্রধান প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো পুরোপুরি নিরাপদ ছিল। প্রধানমন্ত্রী এই সাফল্যের কৃতিত্ব দেন সীমান্তে মোতায়েন প্রতিটি জওয়ান এবং অপারেশনে যুক্ত প্রতিটি সাহসী সেনার নিষ্ঠা ও বীরত্বকে। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি ভারতের অটল জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে স্বীকার করেন।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ভারত এখন এমন আধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী যা পাকিস্তান মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়ঊ শ্রী মোদী বলেন, গত দশকে ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং অন্যান্য সামরিক শাখাগুলি বিশ্বের কিছু অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। তিনি স্বীকার করেন, নতুন প্রযুক্তি আসার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জও আসে এবং জটিল এবং উন্নত সিস্টেমগুলো বজায় রাখা এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা বিশাল দক্ষতা এবং নিখুঁততার প্রয়োজন। প্রযুক্তিকে কৌশলগত দক্ষতার সঙ্গে নিপুণভাবে একত্রিত করে আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এখন ভারতীয় বায়ুসেনা শুধু অস্ত্র দিয়েই নয়, বরং তথ্য ও ড্রোনের মাধ্যমেও শত্রুকে মোকাবিলা করার শৈলীতে পারদর্শী হয়েছে।

ভারতের সামরিক পদক্ষেপ সাময়িকভাবে পাকিস্তানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থগিত রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি পাকিস্তান আরও কোনো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা সামরিক উসকানি চালায়, তাহলে ভারত সম্পূর্ণ শক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাবে। তিনি নিশ্চিত করেন যে, ভারতের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র দেশের নিজস্ব শর্ত এবং নিয়মাবলীর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। এই সিদ্ধান্তমূলক অবস্থানটির কৃতিত্ব তিনি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সাহস, বীরত্ব এবং সতর্কতার প্রতি দেন। সৈনিকদের অটুট সংকল্প, নিরলস উদ্দীপনা এবং সর্বদা প্রস্তুত থাকার প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেনভারতকে সবসময় সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। তিনি ঘোষণা করেন, "এটা নতুন ভারতযে ভারত শান্তি চায়, কিন্তু মানবতার উপর আঘাত এলে শত্রুদের ধ্বংস করতে কখনো পিছপা হবে নাঊ"

কুরুচিকর মন্তব্য আটক এক

● প্রথম পাতার পর

পাঠিয়েছিলেন। ওই লিঙ্কেই তাজুল ইসলাম মিয়া (৩৯) নিজ সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন তা দেখা গিয়েছিল। উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশ গতকাল রাতে অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে।

নারী সশক্তিকরণে

● প্রথম পাতার পর

স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করেন। তৎসঙ্গে পেহেলগাম সন্ত্রাসী আক্রমন প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ভুয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে সেখানে পাঠরত ত্রিপুরার জনজাতি ছাত্রীদের সাথে মত বিনিময়ও করেন তিনি।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, প্রত্যেকদিন বিদ্যালয়ের এ রাস্তা ধরেই বিদ্যালয়ে যেতে হয়। রাস্তাটি বড় বড় গর্তে পরিণত হয়ে থাকায় যানচলাচলে সমস্যা রয়েছে। এমনকি প্রায় সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় চালকদের। তাই আজ বাধ্য হয়ে অবরোধে শামিল হয়েছেন তাঁরা। তাদের দাবি অতিসত্বর রাস্তাটি সংস্কার করা হোক। প্রায় দু'ঘণ্টা পথ অবরোধ করে রাখে গ্রামবাসী। ফলে উভয়দিকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এবং তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। তিনি আশ্বস্ত করেন অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

সিমনায় ঝড়ে

● প্রথম পাতার পর

আসতে পারেননি।, তাদেরকে প্রশাসনিকভাবে সাহায্য করা হচ্ছে না। ন্যূনতম পানীয় জলের থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। গতকাল সিপিআইএমের এক প্রতিনিধি দল সিমনা বিধানসভার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে শরণার্থী শিবির গুলিতে এ ধরনের চিত্রই লক্ষ্য করেছেন। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে বাড়ি ঘরেই রয়েছেন, তাদেরকে ও প্রশাসনিকভাবে কোন সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হয়নি। প্রশাসনিক আধিকারিকগণ তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের অবস্থান ও খোঁজ খবর নেননি। গবাদি পশুকে ফেলে তারা শরণার্থী সুবিধে আসতে পারেননি। ফলে বাড়িতেই চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। এদিকে তিন দিন ধরে এলাকায় নেই বিদ্যুৎ। ফলে গরমে এক প্রকার হাসফাঁস অবস্থা। এখনো পর্যন্ত ওই এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ সহ সব ধরনের সাহায্য দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সদস্যরা।

রাজ্যে সামগ্রিক

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্ব দিয়েছি। শুধু ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ৪,৪৯৯ জন সরকারি চাকরির অফার পেয়েছেন। আমরা মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ৩৩ু সংরক্ষণ চালু করেছি।

মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পুলিশের জন্য আরও ৯১৬ জন কনস্টেবল এবং আরও ২১৮ জন সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগ করার উদ্যোগ নিয়েছে। খুব সহসাই এসব পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণকে নিরাপত্তা প্রদান আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। এজন্য ধীরে ধীরে পুলিশ কর্মীদের ঘাটতি নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। খুব শীঘ্রই স্পেশাল একজিকিউটিভ এর ফল ঘোষণা করা হবে। আমাদের অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনীকে ক্ষমতা ও ফ্রি হ্যান্ড দিতে হবে। যাতে তারা আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারে। অপারেশন সিঁদুর পরিচালনার জন্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরই প্রতিফলন হিসেবে আমরা দেখেছি যে তারা কীভাবে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান সংঘটিত করেছে।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার কখনই তথ্য ছাড়া কথা বলে না। রাজ্যে ২০২৩ সালের তুলনায় সামগ্রিক অপরাধের হার ২০২৪ সালে ১৯.৪ু হ্রাস পেয়েছে। শুধু গত চার মাসে সামগ্রিক অপরাধের হার ১০ু হ্রাস পেয়েছে। আমরা মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ রুখতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি এবং এজন্য রাজ্যের প্রতিটি থানায় ওমেন হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনা ১৩ু হ্রাস পেয়েছে এবং ২০২৫ সালে এখনও অবধি ৪০ু হ্রাস পেয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া প্রায় ১০৬ু বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মাদকদ্রব্য ধ্বংসের পরিমাণ ১৩২ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিন বক্তব্যে সোশ্যাল মিডিয়া অপব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যেও হুশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে অপপ্রচার বা নেতিবাচক পোস্ট কিংবা কারোর বাড়বাড়ন্ত কোন অবস্থায় ছাড় দেওয়া হবে না। সেক্ষেত্রে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে গারদে পুরে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে মানুষের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করতে ত্রিপুরা পুলিশকে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, তপশিলি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, ডিজি (গোয়েন্দা) অনুরাগ সহ আরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপরই চাকরি প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

রাতের আঁধারে দোকানে দুঃসাহসিক

● আটের পাতার পর

মুদি দোকানে হানা দেয় নিশিকুটম্বের দল। চোরের দল হানা দিয়ে মূল্যবান সামগ্রী সহ নগদ ১২ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। আজ সকালবেলা দোকান খুলতে গিয়ে চুরির বিষয়টি স্থানীয় দোকানদারদের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে কমলপুর থানায় খবর দিয়েছেন। চুরির খবর পেয়ে থানাবাবুরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান।

অনুমান এলাকার নেশাগ্রস্ত বখাটে কিছু যুবক এই চুরির সাথে যুক্ত। এই চুরির ঘটনায় এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

াঙ্গন

আগরতলা প্রেসক্লাবের স্পোর্টস ফেস্ট শুরু ২৪শে, নাম জমা দিতে আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট - ২০২৫ শুরু হতে যাচ্ছে ২৪ মে থেকে। লুডো প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হবে এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট। ২৫ মে অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্যদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। ক্রিকেট এবং ইনডোর গেমস-এর অন্যান্য ইভেন্টের প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। আজ, মঙ্গলবার স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্পোর্টস ফেস্টের বিশেষ করে লুডো প্রতিযোগিতা এবং প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশ নিতে ইচ্ছুক সাংবাদিক সদস্য সদস্যাদের আগামী ২০ মে-র মধ্যে প্রেসক্লাবে যোগাযোগ করে মিডিয়া হাউজের নাম এবং ফোন নম্বর সহ নিজের নাম জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার জন্য নাম জমা দিতে হবে ৩০ জুনের মধ্যে। বৈঠকে কনভেনর অভিষেক দে, জয়েন্ট কনভেনর রঞ্জন রায়, সুপ্রভাত দেবনাথ, সদস্য অভিষেক দেববর্মা, সন্তোষ গোপ, সিশান চক্রবর্তী, চন্দ্রিমা সিরকার, সুমন ঘোষ, প্রসেনজিৎ সাহা সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এবারের স্পোর্টস ফেস্টেও টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে সুপ্রভাত দেবনাথ-এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রায় ছয় মাসাধিক কাল ব্যাপী এই স্পোর্টস ফেস্টকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য প্রেসক্লাবের সকল সদস্য সদস্যাকে অংশ নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনর অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

মহিলা ক্রিকেটে দ্বি-মুকুট জয় ব্লাডমাউথের, রানার্স তরুণ সংঘ

তরুণ সংঘ -১২২/৬ ব্লাড মাউথ - ১২৩/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহিলা ক্রিকেটে দ্বি-মুকুট জয় করলো ব্লাড মাউথ ক্লাব। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি আসরের ফাইনালেও দাপট দেখালেন কমলা- কালো বাহিনী। আবারও টি-২০ আসরে সেরার সম্মান পেলো ব্লাড মাউথ ক্লাব। মঙ্গলবার রিজার্ভ ডে-তে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৮ উইকেটে পরাজিত করে তরুণ সংঘ কোচিং সেন্টারকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মুলক টি-২০ ক্রিকেটে। টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে তরুণ সংঘের গড়া ১২২ রানের জবাবে ব্লাড মাউথ ক্লাব ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের অনামিকা দাস ৪৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। এ দিন সকালে টসে জয় লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে তরুণ সংঘ নির্ধারিত ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১২২ রান করতে সক্ষম হয়। দলকে লড়াই করার স্কোরে নিয়ে যান ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া। দুরন্ত ব্যাট করেন তরুণ সংঘের ওই ওপেনারটি। ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা দলের ওই ব্যাটসম্যানটি একান্ন বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯ রান করেন।

এছাড়া দলের পক্ষে শিউলি চক্রবর্তী ২২ বল খেলে ১৯ এবং প্রিয়াঙ্কা সাহা ১৯ বল খেলে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১১ রান। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে পূজা পাল ১৩ রানে এবং অন্তরা দাস ২১ রানের দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব দুই বল বাকি থাকতেই দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অনামিকা দাস ৪৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রানে এবং দল নায়িকা ঋজু সাহা ২৮ বলছে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। তৃতীয় উইকেটে ওই জুটি অপরাজিত ভাবে ৫৬ রান যোগ করেন। এছাড়া দলের পক্ষে অম্বিকা দেবনাথ ২৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করেন। খেলা শেষে মাঠেই বিজয়োল্লাসে মেতে উঠেন বিজয়ী দলের ক্রিকেটার সহ কর্তারা।

রাহুলের জোড়া গোলে জয়ী ইয়ুথ ক্লাব, বিএসটি-র পরাজয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে ইয়ুথ ক্লাব। ঘরোয়া সি ডিভিশন ফুটবলে দ্বিতীয় জয় পেলো ইয়ুথ ক্লাব। মঙ্গলবার ইয়ুথ ক্লাব বিধ্বস্ত করে আসরের সব থেকে দুর্বল প্রতিপক্ষ ইউ বি এস টি কে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এদিন বিকেলে প্রথম ম্যাচে শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন ইয়ুথ ক্লাবের ফুটবলার। উৎপল চৌধুরীর ছেলেদের ঝটিকা আক্রমণে শুরুতেই গোল হজম করে ইউ বি এস টি। সবেমাত্র ম্যাচ শুরু হয়েছে। ফুটবল প্রেমিরা তখনও গ্যালারিতে বসতে পারেননি। আক্রমণে গিয়ে গোল পেয়ে যায় ইয়ুথ ক্লাব। খেলার শুরুতেই ইয়ুথ ক্লাবের পক্ষে গোলটি করেন রাহুল জমাতিয়া। ১৩ মিনিটে আকাশ সরকার গোল করে ব্যবধান বাড়ান। কুড়ি মিনিটে ব্যবধান কমান শফিকুল উদ্দিন। এরপর ২৭ মিনিটের রাহুল জমাতিয়া এবং প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে খাচাং জমাতিয়া গোল করে প্রথমার্ধে ইয়ুথ ক্লাবকে ৪-১ গোলে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গতি আরও বাড়ান ইয়ুথ ক্লাবের ফুটবলার। ৭৬ মিনিটে বিপুল জমাতিয়া ইয়ুথ ক্লাবের জয় নিশ্চিত করে দেন। তবে এরপরও গোলের সুযোগ পেয়েছিলে ইয়ুথ ক্লাব। কিন্তু আক্রমনভাগের ফুটবলের ব্যর্থতায় জাল নাড়াতে পারেননি। রেফারি আদিত্য দেববর্মা হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের পাপ্পু রাজ জমাতিয়াকে।

আইপিএলের বাকি ম্যাচের একটাও কি পেল ইডেন? কী জানাল ভারতীয় বোর্ড?

ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের কারণে ৯ মে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল আইপিএল। তার ঠিক তিন দিন পরে, সোমবার রাত ১০.২৩ মিনিটে আইপিএল আবার শুরু করার কথা জানাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। পরিবর্তিত সূচিতে আইপিএলের একটাও ম্যাচ কি ইডেন গার্ডেন্সে হবে?আসল সূচি অনুযায়ী, ইডেনে আর কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল না। কারণ, কলকাতায় গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে। গত ৭ মে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধেই কলকাতার শেষ হোম ম্যাচ ছিল। গত বার কেকেআর ট্রফি জেতার সুবাদে এ বছরের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল ইডেনে।সোমবার বোর্ড যে সূচি ঘোষণা করেছে তাতে প্লে-অফের মাঠগুলির ব্যাপারে কোনও কথা লেখা নেই। পরে জানানো হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু পরিষ্কার বলা আছে, প্লে-অফ-সহ ১৭টি ম্যাচই হবে ছ'টি কেন্দ্রে। এই ছ'টি কেন্দ্র বেঙ্গালুরু, জয়পুর, দিল্লি, লখনউ, মুম্বই এবং অহমদাবাদ। অর্থাৎ, এই তালিকায় কলকাতার নাম নেই। ফলে ইডেনে এই দু'টি ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। সূত্রের খবর, ফাইনাল অহমদাবাদ ও প্লে-অফ মুম্বইয়ে হবে।প্রথমে শোনা গিয়েছিল, পরিবর্তিত সূচিতে আইপিএলের ম্যাচগুলি দক্ষিণ ভারতের তিন শহর হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাইয়ে হবে। তবে বোর্ড বরাবরই চমক দিতে অভ্যস্ত।চেন্নাই এবং হায়দরাবাদে একটিও ম্যাচ রাখা হয়নি। বেঙ্গালুরুতে দু'টি ম্যাচ রয়েছে। কেকেআর (১৭ মে) এবং হায়দরাবাদের (২৩ মে) বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে কোহলির আরসিবি। এ ছাড়া, জয়পুর, দিল্লি, অহমদাবাদ, লখনউ এবং মুম্বইয়ে বাকি ম্যাচগুলি হবে।জয়পুরে হবে রাজস্থান বনাম পঞ্জাব (১৮ মে), পঞ্জাব বনাম দিল্লি (২৪ মে) এবং পঞ্জাব বনাম মুম্বই (২৬ মে) ম্যাচ।দিল্লিতে হবে দিল্লি বনাম গুজরাত (১৮ মে), চেন্নাই বনাম রাজস্থান (২০ মে) এবং হায়দরাবাদ বনাম কলকাতার (২৫ মে) ম্যাচ।লখনউয়ে হবে লখনউ বনাম হায়দরাবাদ (১৯ মে) এবং লখনউ বনাম বেঙ্গালুরু (২৭ মে) ম্যাচ অহমদাবাদে হবে গুজরাত বনাম লখনউ (২২ মে) এবং গুজরাত বনাম চেন্নাই (২৫ মে) ম্যাচ।

কেকেআরের দু'টি ম্যাচ বাকি, কোথায়, কবে খেলবে কলকাতা? ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ পরিস্থিতির কারণে এক সপ্তাহ স্থগিত থাকার পর আবার শুরু হচ্ছে আইপিএল। পরিবর্তিত নতুন সূচি ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। লিগ পর্যায়ের ১২টি ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে গত বারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের। বাকি রয়েছে দু'টি ম্যাচ।

দেখে নেওয়া যাক কবে কাদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে অজিঙ্ক রাহানেদের।কেকেআর আবার মাঠে নামবে ১৭ মে। সে দিন রাহানেদের খেলতে হবে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ সন্ধ্যা ৭.৩০টা থেকে। লিগ পর্বে কেকেআরের শেষ ম্যাচ ২৫ মে। সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। সেই ম্যাচটি হায়দরাবাদের মাঠে নয়, হবে দিল্লিতে। সেটিও শুরু হবে সন্ধ্যা ৭.৩০টা থেকে।আইপিএলের পয়েন্ট টেবলে কেকেআর রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। ১২ ম্যাচে রাহানেদের সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট। বাকি দু'টি ম্যাচই জিতলে সর্বোচ্চ ১৫ পয়েন্টে পৌঁছোতে পারে কলকাতা। তা হলেও অবশ্য নিশ্চিত হবে না কেকেআরের প্লে-অফ খেলা। কারণ গুজরাত টাইটান্স এবং বেঙ্গালুরুর ১১ ম্যাচে সংগ্রহ ১৬ পয়েন্ট করে। এই দুই দলকে টপকানোর সুযোগ নেই কেকেআরের। ১১ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে পঞ্জাব কিংস। শ্রেয়স আয়ারদের টপকানোও কঠিন। বাকি তিন ম্যাচে এক পয়েন্ট পেলেই তাঁদের আর ধরতে পারবে না কেকেআর। পয়েন্ট টেবলে চতুর্থ স্থানে থাকা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট। হার্দিক পাণ্ড্যেরা আর একটি ম্যাচ জিতলেই টপকে যাবেন কেকেআরকে।শুধু বাকি দু'টি ম্যাচ জিতলেই হবে না। প্লে-অফের আশা জিইয়ে রাখতে কেকেআরকে তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য ম্যাচগুলির ফলের দিকেও। উল্লেখ্য, গত ৮ মে পঞ্জাব কিংস-দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ চলার সময় পাকিস্তানের হামলার আশঙ্কায় ব্ল্যাকআউট হয়ে যায় ধর্মশালা। পরের দিনই আইপিএল এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জানায় বিসিসিআই।

টেস্ট বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার, পাঁচ জনের আইপিএল খেলা নিয়ে তৈরি হল সংশয়

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের কারণে এক সপ্তাহ স্থগিত রাখা হয়েছে আইপিএল। ১৭ মে থেকে শুরু হবে সেই প্রতিযোগিতা। ফাইনাল ৩ জুন। কিন্তু ১১ জুন থেকে শুরু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। সেই কারণে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কিছু ক্রিকেটারকে আর আইপিএলে পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।গত বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। এ বারে আবার ফাইনাল খেলছে তারা। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। সেই ১৫ জনের মধ্যে প্যাট কামিন্স (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ), জস হেজলউড (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু), ট্রেভিস হেড (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ), জস ইংলিস (পঞ্জাব কিংস) এবং মিচেল স্টার্ক (দিল্লি ক্যাপিটালস) আইপিএলের দলে রয়েছেন।

হায়দরাবাদ ইতিমধ্যেই প্লে-অফের ওঠার লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছেন। এমন অবস্থায় কামিন্স এবং হেড আইপিএলের বাকি অংশ খেলার জন্য ভারতে ফিরবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। সন্দেহ রয়েছে হেজলউডকে নিয়েও।

তাঁকে না পেলে বেঙ্গালুরুর পেস আক্রমণ যে অনেকটাই দুর্বল হয়ে যাবে তা নিশ্চিত। তাঁর চোটও রয়েছে। ফলে টেস্ট বিশ্বকাপের আগে ঝুঁকি নিতে চাইবে না অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডও। দিল্লিও এখন প্লে-অফে ওঠার দৌড়ে রয়েছে। এমন অবস্থায় স্টার্ককে না পেলে সমস্যা হবে তাদের।আইপিএল স্থগিত হওয়ার পর অনেক ক্রিকেটারই দেশে ফিরে গিয়েছেন। তাঁরা আবার ভারতে আইপিএলের পরের অংশ খেলতে আসবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থাকায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের নিয়ে সন্দেহ বেশি রয়েছে।১৭ মে বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে আইপিএলের পরবর্তী অংশ। এ বারের আইপিএল শুরুও হয়েছিল এই দুই দলের ম্যাচ দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ক্রিকেটারদের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কামিন্সেরা ভারতে গিয়ে আইপিএলের পরবর্তী অংশ খেলতে চান, তাতে বাধা দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তবে ক্রিকেটারেরা আসবেন কি না তা এখনই পরিষ্কার করে বলা সম্ভব হচ্ছে না।অস্ট্রেলিয়া দল: প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোলান্ড, অ্যালেক্স ক্যারে, ক্যামেরন গ্রিন, জস হেজলউড, ট্রেভিস হেড, জস ইংলিস, উসমান খোয়াজা, স্যাম কনস্টাস, ম্যাট কুহনেমা, মারনাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক এবং বেউ ওয়েবস্টার। রিজার্ভ: ব্রেন্ডন ডগেট।

টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে বৃন্দাবনে কোহলি, চোখে জল নিয়ে পাশে অনুষ্কা

সোমবার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার তাঁকে দেখা গেল বৃন্দাবনে। সঙ্গে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা এবং দুই সন্তানও রয়েছেন। তাঁরা প্রেমানন্দ গোবিন্দ শরণ মহারাজের আশ্রমে গিয়েছেন।মাঝেমধ্যেই কোহলি এবং তাঁর পরিবার বৃন্দাবনে যান। এর আগেও বিভিন্ন ধর্মস্থানে দেখা গিয়েছে তাঁদের। মঙ্গলবার কোহলিকে দেখা যায় সাদা রঙের জামা পরে। তাঁর মুখে ছিল মাস্ক। অনুষ্কার মুখেও মাস্ক ছিল। একটি সাদা গাড়ি করে বৃন্দাবনের রাস্তায় তাঁদের দেখা গিয়েছে।পরে তাঁদের দেখা যায় আশ্রমে। সেখানে প্রেমানন্দ মহারাজের উপদেশ শোনেন কোহলি এবং অনুষ্কা। সেই সময় অষ্কার চোখে জল দেখা যায়। সেখানে কোহলিকে প্রশ্ন করেন প্রেমানন্দ মহারাজ। তিনি জিজ্ঞেস করেন কোহলি খুশি কি না? উত্তরে কোহলি বলেন, "হ্যাঁ"।২০১১ সালে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল কোহলির। ১৪ বছরে ১২৩টি ম্যাচ খেলেছেন। করেছেন ৯২৩০ রান। ৩০টি শতরানও করেছেন কোহলি। ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি। তিনি এক দিনের ক্রিকেট খেলবেন। এর আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন কোহলি। এ বার ছাড়লেন টেস্ট ক্রিকেটও।এই বছর জানুয়ারিতে বৃন্দাবনে দেখা গিয়েছিল কোহলিদের। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ শেষ করে দেশে ফেরার পর সেখানে গিয়েছিলেন তাঁরা। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর আরও এক বার সেখানে গেলেন। ১৭ মে থেকে আবার শুরু হবে আইপিএল। সেখানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলতে দেখা যাবে কোহলিকে।

কোচ মারেকে ছেঁটে ফেললেন জোকোভিচের, প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়ায় সম্পর্ক ছিন্ন জোকারের

অ্যান্ডি মারেকে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দিলেন নোভাক জোকোভিচ। গত নভেম্বরে তিন বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়নকে কোচ হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় ফরাসি ওপেনের আগেই মারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন জোকোভিচ।গোবান ইভানোসেভিচ দীর্ঘ দিন জোকোভিচের কোচ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর নিজেরই প্রাক্তন প্রতিপক্ষ মারেকে কোচ হিসাবে নিযুক্ত করেন জোকোভিচ। তাঁর সঙ্গে ২০২৫ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন পর্যন্ত চুক্তি করেছিলেন জোকার। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে সাফল্য না পেলেও ভরসা রেখেছিলেন মারের উপর। চুক্তি শেষ হওয়ার পরও মারেই কোচের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু একের পর এক প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার পর আর মারের উপর ভরসা রাখতে পারলেন না বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়।

সমাজমাধ্যমে মারেকে ধন্যবাদ জানিয়ে জোকার লিখেছেন, "ধন্যবাদ, কোচ অ্যান্ডি। কঠিন পরিশ্রম, মজা, গত ছ'মাস পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। কোর্টের ভিতরে এবং বাইরে তোমার সাহায্য পেয়েছি। আমাদের বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করে দারুণ উপভোগ করেছি।" টেনিসজীবনের কঠিন সময়ে দায়িত্ব নিয়ে পাশে থাকার জন্য মারের প্রশংসা করেছেন জোকার।গুরু-শিষ্য বিচ্ছেদের পরও জোকোভিচকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মারে। তিনি বলেছেন, "এক সঙ্গে কাজ করার অভাবনীয় সুযোগ দেওয়ার জন্য নোভাককে ধন্যবাদ। ওর দলের বাকি সকলকেও গত ছ'মাসের কঠিন পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। নোভাককে মরসুমের বাকি সময়ের জন্য শুভেচ্ছা।"

২০২৩ এটিপি ট্যুর ফাইনালের পর আর কোনও পেশাদার খেতাব জিততে পারেননি জোকোভিচ। সে বছর তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন। ২০২৪ সালে জোকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলতে প্যারিস অলিম্পিক্সে সিঙ্গলসে সোনা জয়। ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অপেক্ষা বেড়ে চলেছে জোকারের। ২০২৫ সালে অধিকাংশ প্রতিযোগিতারই শেষ আটে পৌঁছোতে পারেননি জোকোভিচ। এটিপি ক্রমতালিকায় তিনি নেমে গিয়েছেন ছয় নম্বরে।

২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিত-বিরাটকে দেখছেন না গাওস্কর, অবাক নন কোহলির অবসরের সিদ্ধান্তেও

টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট থেকে অবসর নিলেও বিরাট কোহলি এক দিনের ক্রিকেট খেলবেন। রোহিত শর্মাও শুধু এক দিনের ক্রিকেট থেকেই অবসর নেননি। এমন অবস্থায় মনে করা হচ্ছে ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার জন্যই তাঁরা দু'জনে এখনও খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু সুনীল গাওস্কর তা মনে করছেন না।এক দিনের বিশ্বকাপ এখনও দু'বছর বাকি। পাঁচ দিনের ব্যবধানে রোহিত এবং কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর তাঁরা দু'জনে একসঙ্গেই সেই ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এই বছর মার্চে তাঁরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিলেন। এক দিনের ক্রিকেটে তাঁদের থামানো খুব কঠিন। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপেও ফর্মে ছিলেন রোহিত-কোহলি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও রান পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের দলে তাঁদের দেখছেন না গাওস্কর।ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক গাওস্কর বলেন, "এক দিনের ক্রিকেটে ওরা দুর্দান্ত। নির্বাচকেরা নিশ্চয়ই ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের দল নিয়ে ভাববেন। কিন্তু ওরা কি সেই বিশ্বকাপ খেলতে পারবে? এখন যেমন খেলছে, ওরা তখন কি খেলতে পারবে? নির্বাচকদের সেটাই বুঝতে হবে। যদি নির্বাচকেরা ভাবেন রোহিত-কোহলিরা পারবে, তবেই সুযোগ দেওয়া হবে। আমার মনে হয় না ওরা খেলবে। তবে আগামী বছর যদি দুর্দান্ত ফর্মে থাকে, একের পর এক শতরান করতে থাকে, তা হলে ঈশ্বরও ওদের দলের বাইরে রাখতে পারবে না।"২০২৭ সালের বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০ বছর। কোহলির হবে ৩৮ বছর।

রোহিতের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আইপিএলে তিনি শুধু ব্যাট করছেন। কোহলির ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন না উঠলেও শুরুর দিকে ইনিংস ধরতে তাঁর সমস্যা হচ্ছে।

কোহলির হঠাৎ অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তে যদিও অবাক হননি গাওস্কর। তিনি বলেন, "এক জন খেলবে কি খেলবে না, সেটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ তার উপর। তবে আমি অবাক হইনি। অস্ট্রেলিয়ায় যা হয়েছে তার পর বড় পরিবর্তন হতই। তাই ওর নেওয়া সিদ্ধান্ত দেখে আমি অবাক হইনি।"

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতল হরমনপ্রীতের ভারত

ব্যাটিং এবং বোলিং দুই বিভাগের পারফরম্যান্সের জেরে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ট্রফি জিতল ভারত। স্মৃতি মন্ধানার শতরান এবং বোলারদের ঐক্যবদ্ধ পারফরম্যান্সের জেরে জিতেছে ভারত। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে ৯৭ রানে।

আগে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে ৩৪২ রান তোলে ভারত। এর পর বিপক্ষকে আটকে দেয় ২৪৫ রানে। ভাল বল করেন স্নেহ রানা (৪-৩৮) এবং অমনজ্যোত কউর (৩-৫৪)। শ্রীলঙ্কার হয়ে লড়াই করেন চামারি আতাপাত্তু (৫১) এবং নীলাক্ষিকা সিলভা (৪৮)।

ভারত ব্যাটিং করার সময় ভাল গরম ছিল। রোদে ব্যাট করতে নেমে একাধিক বার পেশিতে টান ধরে মন্ধানার।

সে সব সামলেই ১০১ বলে ১১৬ রান করেন তিনি। আগের ম্যাচেও অর্ধশতরান করেছিলেন। ১৫টি চার এবং ২টি ছয় মেরেছেন মন্ধানা। এক দিনের ক্রিকেটে ১১তম শতরান হল তাঁর।

প্রতীকা রাওয়াল (৩০) দ্রুত ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে হরলীন দেওলের সঙ্গে ১২০ রানে জুটি গড়েন মন্ধানা। চারে নেমে জেমাইমা রদ্রিগেস ২৯ বলে ৪৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। চালিয়ে খেলেন হরমনপ্রীত কউরও (৪১)। ভারত শেষ ১০ ওভারে ৯০ রান তোলে।

শ্রীলঙ্কার ইনিংসে তৃতীয় বলেই ফেরেন হাসানি পেরেরা। আতাপাত্তু এবং ভিশমি গুণরত্নে হাল ধরলেও বেশি ক্ষণ টিকতে পারেননি কেউই।

বড় রান তাড়া করতে নেমে ক্রিজে যে ধৈর্য দেখানোর দরকার ছিল, শ্রীলঙ্কার কেউই তা দেখাতে পারেননি।

দুই তারকাকে নিয়ে দুই মেরুতে বোর্ড!

রোহিত শর্মা কি আচমকা টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? বিরাট কোহলিও কি তাই? কয়েক দিন আগে টেস্ট থেকে নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন রোহিত। তার পরেই কোহলি জানিয়ে দেন, তিনিও লাল বলের ক্রিকেট ছাড়তে চান। তবে দুই ক্রিকেটারের নেপথ্যকাহিনি এক নয়। রোহিতকে বোর্ড জানিয়ে দিয়েছিল যে, টেস্ট দলে তাঁর জায়গা নেই। কিন্তু কোহলির সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছে তারা। অর্থাৎ, দুই তারকাকে নিয়ে দুই মেরুতে বোর্ড।

গত ৭ মে মুম্বইয়ে বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয় নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের। সে দিনই টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন রোহিত। দৈনিক জাগরণ'-এর একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, রোহিতকে অনেক আগেই তাদের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করে দিয়েছিল ক্রিকেট বোর্ড। তারা জানিয়ে দিয়েছিল, রোহিত আর বোর্ডের টেস্ট দলের পরিকল্পনায় নেই। যদি তিনি নিজে না সরতেন তা হলে হয়তো ইংল্যান্ড সফরের আগে রোহিতকে টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হত। এমনকি, ইংল্যান্ড সিরিজের দলে তিনি হয়তো জায়গাও পেতেন না। সেই কথা রোহিতকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল বোর্ড। তার পরেই অবসর ঘোষণা করেন তিনি।

কিন্তু কোহলি যে হঠাৎ অবসর নেওয়ার কথা ভাববেন সেটা বোর্ড বুঝতে পারেনি। কারণ, রোহিতের পাশাপাশি কোহলিও যদি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন, তা হলে ইংল্যান্ড সফরে দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ছাড়া যেতে হবে ভারতকে।

সেটা চাননি নির্বাচকেরা। তাই কোহলিকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করেছে বোর্ড। জানা গিয়েছে, কোহলি নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। বোর্ড অবশ্য কোহলিকে জোর করতে চাইছে না।

কারণ, অবসরের সিদ্ধান্ত একজন ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত। তাই তাতে বেশি নাক গলাতে চাইছে না বিসিসিআই।

রোহিতের খারাপ ফর্ম তাঁকে টেস্ট ক্রিকেট থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ড ও তার পরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে খুব খারাপ সিরিজ গিয়েছে রোহিতের। একের পর এক ইনিংসে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। বাধ্য হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় শেষ টেস্টে অধিনায়ককেই প্রথম একাদশের বাইরে রাখতে হয়েছিল। সেই ঘটনার পর রোহিতকে আর টেস্ট দলে রাখতে চাইছিল না বোর্ড। সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল তারা। রোহিত অবসর নেওয়ায় টেস্ট ক্রিকেটে নতুন অধিনায়ক বাছতে হবে ভারতকে। বোর্ডের পরিকল্পনা, এমন কাউকে অধিনায়ক করা হবে যাকে সব টেস্ট খেলানো যাবে। সেই কারণে, জসপ্রীত বুমরাহ নেতৃত্বের দৌড় থেকে সরে গিয়েছেন।

দৌড়ে রয়েছেন শুভমন গিল ও ঋষভ পন্থ। তবে যা মনে হচ্ছে, শুভমনই ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক হতে চলেছেন। ২৩ মে ইংল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা হওয়ার কথা। সেই সময়ই নতুন অধিনায়কের কথা ঘোষণা করবে বিসিসিআই।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বিরোধীদের নেতিবচক চিন্তাধারা, তাতে রাজ্য এগোতে পারে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। নেতিবাচক চিন্তাধারা নিয়ে সরকারের বিরোধিতা করছে বিরোধী দল। রাজ্য সরকারের ভালো কাজগুলোকে মান্যতা দিচ্ছেন না তাঁরা। চিন্তাধারা না বদলালে রাজ্য এগোতে পারবে না। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধীদের দিকে আঙ্গুল তুলে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, আজ নতুন করে আরও ৯৭৫ জন পুলিশ কনস্টেবল পদে অফার লেটার বিতরণ করা হয়েছে। অনেক বছর পর ত্রিপুরায় রাজ্য পুলিশের ৯৭৫ জনকে অফার লেটার বিতরণ করা হয়েছে। এটা রাজ্য পুলিশের জন্য একটি মাইলফলক। তাঁর কথায়, পুলিশের কাজে কোনো হস্তক্ষেপ নয়। রাজ্যের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আরও শক্তিশালী করতে পুলিশের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেজন্য পুলিশে আরও নিয়োগ করা হচ্ছে। যাতে আইনের শাসনকে আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ত্রিপুরাতে রাজ্যে আইনের শাসন নেই এবং পুলিশের সামনে বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে বলে বিরোধীরা দাবি করছেন। আসলে নেতিবাচক চিন্তাধারার কারণে এমনটাই দাবি করেন বিরোধীরা।

ঞ্জরবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সম্মিলনীর কবিপ্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। বড় পরিসরে কবি প্রণামের আয়োজন করেছে রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সম্মিলনী ত্রিপুরা। আগামী রবিবার ,,১৮ মে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দুই নং হলে সন্ধ্যা ছ''টায় কবিপ্রণামে সংস্থার শিল্পীরা অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী কমলবরণ চক্রবর্তী, গীতু দেব, চম্পাকলি চক্রবর্তী, নির্মল কুমার দেব এবং রীতা চক্রবর্তীকে জীবন কৃতি সম্মান প্রদান করা হবে। কবি প্রণামে উদ্বোধক হিসেবে থাকবেন বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল গাঙ্গুলী। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের বিলোনিয়া শাখার সম্পাদক গোপাল দাস এবং বিশিষ্ট শিল্পী পান্না দত্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে থাকবেন। সংস্থার পক্ষ থেকে আগ্রহীদেরকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিলোনীয়ায় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: বিলোনীয়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে মহকুমা শাসক দেবাশিস দাসের পৌরহিত্যে আজ জরংরীকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে আলোচনা হয়। জরুরী অবস্থায় সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের কর্তব্য সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

মহকুমা শাসক জরুরীকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রত্যেক দপ্তরের কর্মপরিকল্পনাও অতিদ্রুত মহকুমা শাসক কার্যালয়ে জমা দেবার নির্দেশ দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস, মহকুমা শাসক কার্যালয়ের আধিকারিকগণ, সমস্ত ব্লকের বিডিও, বিএসএফ''র আধিকারিক এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

বজ্রপাতে আহত ৮জন ছাত্রী, বর্তমানে চিকিৎসাধীন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে: উত্তর ত্রিপুরার কুর্তি হাইয়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসায় মঙ্গলবার বিকেলে বজ্রপাতে ৮জন ছাত্রী গুরংতর আহত হয়েছেন। ঘটনার পর দমকল কর্মীরা তাঁদের কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে সবাই সেখানেই চিকিৎসাধীন। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ও স্কুলে নিরাপত্তা জোরদারের দাবি উঠেছে।

এক পুত্রের শ্রদ্ধার্ঘ্য, এক খেলোয়াড়ের প্রতি সম্মানে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে: ধর্মনগরের কালিদিঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত প্রবীণ অঙ্গনে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হলো "স্বর্গীয় নৃপেন্দ্র কুমার রায় মেমোরিয়াল অকশন ব্রিজ রানিং টুর্নামেন্ট"-এর আয়োজন। এই টুর্নামেন্টটি ইঞ্জিনিয়ার শিবশঙ্কর রায় তার প্রয়াত পিতা, স্বর্গীয় নৃপেন্দ্র কুমার রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ আয়োজন করতে চলেছেন।

সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্টের সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার শিবশঙ্কর রায়, সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ দাস, আভ্যায়ক প্রাণ গোপাল দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এই প্রথমবারের মতো স্বর্গীয় নৃপেন্দ্র কুমার রায়ের নামে এমন একটি টুর্নামেন্টের সূচনা হতে চলেছে ১৬ই মে, "অভ্র কুঞ্জে"। এদিন টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।ইতোমধ্যে ১৫টি দল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তারা ইঞ্জিনিয়ার শিবশঙ্কর রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আগামীকালকের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

এই খেলায় বিজয়ীদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য, স্বর্গীয় নৃপেন্দ্র কুমার রায় নিজেও এক দক্ষ অকশন ব্রিজ খেলোয়াড় ছিলেন এবং ধর্মনগর মহকুমা এলাকায় একাধিকবার বিজয়ী হয়েছেন।

সভাপতি অনিমেষ দাস জানান, বৃহত্তর পরিসরে অকশন ব্রিজ খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ধর্মনগরের বাইরের খেলোয়াড়দেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই টুর্নামেন্ট রাজ্য ভিত্তিক রূপ নেবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। উল্লেখযোগ্য যে, অংশগ্রহণকারী দলগুলির জন্য এন্টি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০০ টাকা। তবে ধর্মনগরের বাইরের খেলোয়াড়দের জন্য এবারের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ একবারের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রাখা হয়েছে। এই টুর্নামেন্ট কেবল একটি খেলার আয়োজন নয়, এটি এক পুত্রের তরফ থেকে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, স্মৃতি ও ভালোবাসার অনন্য বহিঃপ্রকাশ।

স্বামী ও তার বোনের হাতে আক্রান্ত গৃহবধূ, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: রাবার বিক্রির টাকা নিয়ে স্বামী এবং স্বামীর বোনের হাতে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হলেন এক গৃহবধূ। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর থানাধীন হরিহরদোলা নতুন কলোনি এলাকায়। পরবর্তী সময়ে স্ত্রী বাধ্য হয়ে মধুপুর থানায় অভিযুক্ত স্বামী প্রদীপ দাস এবং তার বোন কল্পনা নম- র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা দেখা দেয় হরিহরদোলা নতুন কলোনী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৬ বছর পূর্বে রাধানগর এলাকার মৃত অমৃত দাসের কন্যা কাজল রানী দাসের সাথে সামাজিকভাবে বিবাহ হয় বিশালগড় মধ্যলক্ষ্মীবিল এলাকার মৃত সাধন দাশের ছেলে প্রদীপ দাসের। যদিও সেই বিয়েটি প্রদীপ দাসের বোন কল্পনা নম:র পছন্দ মতেই হয়েছিল। বিয়ের পর দশ থেকে পনের দিন ভালো থাকার পর থেকেই স্ত্রী কাজল রানী দাসের উপর অত্যাচার শুরু করে স্বামীর বোন কল্পনা নম এবং স্বামী প্রদীপ দাস।

কাজল রানী দাসের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই সংসারে চলে অশান্তি।

একটা সময় কাজল রানী দাস সাত মাসের গর্ভবতী হয় প্রচন্ড মারধোরের যন্ত্রণায় মধ্যলক্ষীবিল স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে আসে বাবার বাড়ি রাধানগর এলাকায়। কিন্তু এখানে এসেও কল্পনা নম: সর্বদাই তার ওপর আক্রমণ চালায় তার বাবার বাড়িতে এসে, এমনটাই অভিযোগ। গত কয়েকদিন পূর্বে অনেক কষ্ট করে কাজল রানী দাস রাবার বিক্রি করে কিছু টাকা উপার্জন করে। সেই টাকা বলপূর্বকভাবে কল্পনা নম: নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আর সেই টাকা চাইতেই তার ওপর মারধোর শুরু করে স্বামী এবং তার বোন কল্পনা নম:। অভিযোগ মঙ্গলবার সকালবেলা রাবারের সেই টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে বেধড়ক মারধোর শুরু করে তার স্বামী প্রদীপ দাস। একটা সময় তার স্বামী এবং স্বামীর বোন তাকে গলায় আঘাত করে প্রাণে মারার চেষ্টাও করে বলেও অভিযোগ। পরে বাধ্য হয়ে মধুপুর থানায় অভিযুক্ত স্বামী এবং তার বোনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অভিযুক্ত স্বামী ও তার বোনের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন গৃহবধূ।

জোলাইবাড়ী থেকে বিলোনিয়ার বিকল্প জাতীয় সড়কের গুনগতমান নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ১৩ মে : জোলাইবাড়ী থেকে বিলোনিয়ার বিকল্প জাতীয় সড়কের গুনগতমান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকাবাসী। অভিযোগ, সকল অংশের লোকজনের কথা না শুনে কাজের দায়িত্বে থাকা ঠিকেদার নিজ খুশি মতো রাস্তা নির্মান করে গেছে।

রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী মাধ্যমে জোলাইবাড়ী থেকে বিলোনিয়া যাতায়তের জন্য জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হয়। এই জাতীয় সড়ক নির্মানের সময় থেকে রাস্তার গুনগত মান নিয়ে সাধারন অংশের লোকজনেরা আন্দোলন করে গেছে। সকল অংশের লোকজনের কথা না শুনে কাজের দায়িত্বে থাকা ঠিকেদার নিজ খুশি মতো রাস্তা নির্মান করে গেছে বলে অভিযোগ। এই রাস্তা নির্মানের এক বছর শেষ হতে না হতে রাস্তার বিভিন্ন জায়গা গর্তে পরিপূর্ন হয়ে রয়েছে। বর্তমান সময়ে রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। কোনো প্রকার সতর্কবার্তা প্রদান না করে মাঝ রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় মেরামতির কাজ করা হচ্ছে। এতে করে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটেযাচ্ছে। এরইমধ্যে পশ্চিম পিলাক এলাকার বাসিন্দা তথা উচ্ছাস সামাজিক সংস্থার কর্নধার মিঠুন দত্ত গতকাল রাতে রাস্তার খাঁদে পরে গিয়ে আহত হয়। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় জোলাইবাড়ী দমকল বাহিনীর কর্মীদের তৎপরতায় সে সঠিক সময়ে চিকিৎসা পরিষেবা পায়। মঙ্গলবার রাস্তার গুনগতমান নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয় মিঠুন দত্ত।জোলাইবাড়ী থেকে বিলোনিয়া বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মান কাজের বিভিন্ন দিকগুলো দেখারজন্য স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন দপ্তেরর মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন। মিঠুন দত্ত জানান, জোলাইবাড়ীবাসীর উন্নয়ন স্বার্থে ও দুর্ঘটনা এড়াতে মন্ত্রীরা যেন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে।

বামুটিয়া ও হেজামারা ব্লক এলাকা পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩মে: গত দুইদিনে মোহনপুর মহকুমার বামুটিয়া এবং হেজামারা ব্লক এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয় ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার বামুটিয়া ব্লক এলাকার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন বামুটিয়া ব্লকের বিডিও অমিতাভ ভট্টাচার্য্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং জনপ্রতিনিধিগণ।পরিদর্শনকালে জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার জানান, গত দুইদিনে ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে মোহনপুর মহকুমার অনেক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হেজামারা ও বামুটিয়া ব্লক এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। হেজামারা ব্লক এলাকায় ৪টি ত্রাণ শিবিরে ৯৯১ জন আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের অনেকে বাড়িতে ফিরে গেছেন। যাদের কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত ও গবাদি পশু মারা গেছে তাদের সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে।

বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক বার্ষিক সমাবর্তন

আগামী ১৮ মে, রবিবার, বেলা দশটায়, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দুই নম্বর হলে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রথম পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. দেবব্রত দেবরায়, সংগীত ব্যক্তিত্ব রীতা চক্রবর্তী। এই পর্বে খোয়াই, গোমতী, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ঊনকোটি ,ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপাধি বিতরণ করা হবে। সমাবর্তনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে বেলা ১টায়। এতে উদ্বোধক হিসেবে থাকবেন ভারতীয় বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ স্বপ্না সোম। অতিথি হিসেবে থাকবেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী তপতী ভৌমিক মজুমদার। এই পড়বে রাজ্যের বিশিষ্ট উদ্যোগপতি লংতরাই গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার এবং সংস্কৃতিসেবী রতন দেবনাথকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে কেন্দ্রাধ্যক্ষ বন্দনা নন্দী এবং অনুপম চৌধুরীকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হবে। সভাপতি হিসেবে থাকবেন সংগীত ব্যক্তিত্ব নির্মল দেব। এই পর্বে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপাধি বিতরণ করা হবে। দুই পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নতুন কুঁড়ি এবং ভারতীয় বিদ্যাভবন আগরতলার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন। বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের প্রতিনিধি উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য পঞ্চম ও সপ্তম বর্ষে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবর্তনে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

রাতের আঁধারে দোকানে চুরি থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ মে: কৈলাসহর পাখিরবাদা ৬নং ওয়ার্ড এলাকায় একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরিকাণ্ড সংগঠিত করে চোরেরা। কৈলাসহর ইসবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাখিরবাদা ৬নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা অচিন্ত্য দেব নামে এক যুবকের দোকান রয়েছে। অভিযোগ বিগত কয়েক মাস পূর্বে চোরেরা উক্ত দোকানটিতে চুরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু চোরেরা তখন চুরি করতে পারেনি।

সোমবার গভীর রাতে দোকানের দরজার তালা ভেঙ্গে দোকানের ভেতর চোরেরা প্রবেশ করে দোকানে থাকা সামগ্রী সহ নগদ অর্থ হাতিয়ে নেয়। আনুমানিক ১৬-১৭ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে দোকান মালিকের। দোকান মালিক অচিন্ত্য দেব জানান প্রতিদিনের মতো গতকাল রাত্রিবেলাও উনার দোকানটি বন্ধ করে তিনি বাড়িতে চলে যান। মঙ্গলবার সকালবেলা এসে তিনি দেখতে পান যে উনার দোকানের তালা ভাঙ্গা এবং দোকানের ভেতর তিনি প্রবেশ করে দেখতে পান যে দোকানে থাকা জিনিসপত্র এলোমেলো করে রাখা। তখন উনার আর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে উনার দোকানে চোরেরা থাবা বসিয়েছে। এরপর স্থানীয়রা এসে ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। তিনি উক্ত বিষয় নিয়ে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রাতের আঁধারে দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ১৩ মে: রাতের আঁধারে কমলপুর থানার দুরাই শিববাড়ি বাজারে একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। ওই ঘটনায় কমলপুরে রাতের নিরাপত্তায় ফের একবার প্রশ্ন উঠেছে। চোরের দল হানা দিয়ে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী সহ নগদ ১২ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে কমলপুর থানার দুরাই শিববাড়ি বাজারে রনজিৎ দেবের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রতিনিধিদলের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। নির্বাচন সদনে আজ সভাপতি কর্নাড সাংমার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার, ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং নির্বাচন কমিশনার ড. বিবেক যোশীর সঙ্গে মতবিনিময় হয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় এবং রাজ্যস্তরীয় রাজনৈতিক দলগুলির সভাপতিদের সঙ্গে ভারতের নির্বাচন কমিশনের যে মতবিনিময় হচ্ছে আজকের বৈঠক ছিলো তারই অঙ্গ। এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে জাতীয় এবং রাজ্য দলের সভাপতিগণ তাদের পরামর্শ ও উদ্বেগ সরাসরি কমিশনের কাছে তুলে ধরতে পারছেন, যার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিলো।

বর্তমানে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে সমস্ত অংশীদারদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায় সে সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এই ধরনের মতবিনিময় অনুষ্ঠান সঙ্গতিপূর্ণ। এর আগে ৬ মে, ২০২৫ দলীয় সভাপতি কুমারী মায়াবতীর নেতৃত্বে বহুজন সমাজ পার্টি (বি.এস.পি.), ৮ মে, ২০২৫ দলীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং ১০ মে, ২০২৫ সাধারণ সম্পাদক এম.এ. বেবির নেতৃত্বে সি.পি.আই (এম)-র প্রতিনিধিদের সাথে কমিশনের মতবিনিময় হয়েছিলো। এর আগে সবমিলিয়ে ৪,৭১৯টি সর্বদলীয় বৈঠক করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকগণ (সি.ই.ও.) ৪০টি, জেলা নির্বাচন আধিকারিকগণ (ডি.ই.ও.) ৮০০টি এবং ই.আর.ও.-রা ৩,৮৭৯টি বৈঠক করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২৮ হাজারেরও বেশি প্রতিনিধিগণ এই বৈঠকগুলিতে অংশ নিয়েছেন। ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দুই মাসের সময় চাইলেন পোল্ট্রি ফার্মের মালিক

আগরতলা,১৩ মে: পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধ এবং মাছির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা। অবশেষে বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী পোল্ট্রি ফার্মে হানা দেয়। গ্রামবাসীর কাছ থেকে এক মাসের সময় চেয়ে নিলেন পোল্ট্রি ফার্মের মালিক তথা চড়িলাম এলাকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী স্বপন দেবনাথ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ চড়িলাম চৌমুহনি পাড়া এলাকায় স্বপন দেবনাথের পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধ এবং মাছির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে মঙ্গলবার সকালে পোল্ট্রি ফার্মের সামনে ছুটে গিয়েছেন এবং মালিক স্বপন দেবনাথ কে ঘেরাও করেন। গ্রামবাসীরা স্বপন দেবনাথের কাছে পোল্ট্রি ফার্মের কারণে এলাকার মানুষের কি পরিমান দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

গ্রামবাসীরা ফার্মের মালিককে বলেন, পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধ এবং মাছির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে গ্রামবাসীদের জীবন। ঘরের মধ্যে বসে কথা বলা যাচ্ছে না। মুখে রুমাল দিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। ঘরের মধ্যে মশারি টাঙিয়ে ভাত খেতে হচ্ছে।

শিশুদেরকে ২৪ ঘন্টা দরজা বন্ধ করে ঘরে রাখতে হচ্ছে। মাছির যন্ত্রণায়। গ্রামের কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতরা আসতে চায় না। নিমন্ত্রিতরা বাড়িতে আসলেও মাছির যন্ত্রণায় না খেয়ে ফিরে যায়। দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে গোটা গ্রামের মানুষের জীবন। দুর্গন্ধ এবং মাছি বন্ধ করতে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মঙ্গলবার সকালে গ্রামের প্রায় ২০০ জন মানুষ একত্রিত হয়ে পোল্ট্রি ফার্মের কাছে ছুটে এসে ফার্মের মালিক স্বপন দেবনাথকে ঘেরাও করে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। বাধ্য হয়ে ফার্মের মালিক স্বপন দেবনাথ গ্রামবাসীদের কাছে এক মাসের সময় চেয়েছেন।

তিনি গ্রামবাসীদেরকে বলেন, অতি দ্রুত তিনি দুর্গন্ধ এবং মাছির উপদ্রব বন্ধে গুরংত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি পাঞ্জাব থেকে একটি অত্যাধুনিক মেশিন এনেছেন। প্রতিদিন ফার্মে সকাল এবং বিকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। দুইবার স্প্রে করা হবে। এবং পোল্ট্রি ফার্ম এর লেয়ার মুরগির লেদা গুলোকে ড্রেন করে একটি ট্যাংকির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে।

স্ত্রীকে অপহরণের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ মে: এবার স্ত্রীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত ৪ নং ওয়ার্ড পাহাড়পুরে।

ঘটনার বিবরনে অপহৃতার মা নাসিমা খাতুন জানান, বিগত ১২ বছর পূর্বে একই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সূর্যনগর নিবাসী স্বর্গীয় আলী মিয়ার ছেলে আবু তাহেরের সাথে সামাজিক মতে বিয়ে হয় নাসিমা খাতুনের বড় মেয়ে নাজমা বেগমের। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই সময় সময়ে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে নাজমার উপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করে তার স্বামী তথা অভিযুক্ত আবু তাহের। সে বিষয় নিয়ে দফায় দফায় সালিশি সভা হয়, এরই মধ্যে তাদের একটি ছেলে সন্তানেরও জন্ম হয় বর্তমানে সে মাদ্রাসায় পাঠরত।

কিন্তু অভিযোগ উঠে অভিযুক্ত আবু তাহের বিগত কয়েকদিন যাবত স্ত্রী নাজমার ওপর দুঃসহ অত্যাচার শুরু করে।

তার সহ্য করতে না পেরে নাজমা নিজের বাপের বাড়িতে চলে আসে এবং মা এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিকট আবেদন জানায় যেন তাকে আর স্বামীর বাড়িতে ফেরত না পাঠায়। কিন্তু নিরুপায় নাজমার মা নাসিমা খাতুন জানায় অভিভাবকহীন নাজমাকে দেখার ক্ষমতা তার নেই। তাই যেন সবকিছু সহ্য করে পুনরায় স্বামীর বাড়িতে চলে যায়। এরপর গ্রামের মুরুব্বীদের সাথে কথা বলে পুনরায় আবু তাহেরের বাড়িতে মেয়েকে পাঠাবে বলে স্থির হয় কিন্তু অভিযোগ ওঠে আজ সকাল প্রায় নটায় যখন নাজমার মা নাসিমা খাতুন মেয়েকে বাড়িতে একা রেখে রেশন সামগ্রী নিতে যান, তখনই নাকি অভিযুক্ত আবু তাহের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে এসে নাজমাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ঘটনার খবর জানতে পেরে নাজমার মা নাসিমা খাতুন বাড়িতে ছুটে যান এবং এলাকাবাসীর কথা মোতাবেক থানার দ্বারস্থ হন। অভিযুক্ত আবু তাহের এর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। তিনি এও জানান এর পূর্বেও তার মেয়েকে বিক্রি করে দেবে বলে রাজধানীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় অভিযুক্ত আবু তাহের।

পরবর্তী সময়ে কোনক্রমে মেয়ে বাড়িতে ফিরে এসে ঘটনা জানায়। তাই তার সন্দেহ নাকি পুনরায় এই ন্যাকারজনক ঘটনা সংঘটিত করার উদ্দেশ্যেই মেয়েকে বাড়ি থেকে অপহরণ করল অভিযুক্ত আবু তাহের। নিরুপায় মা এখন সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে রাজ্য প্রশাসনের নিকট মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আর্জি জানান।

বায়ুসেনার জওয়ান তথা রাজ্যের সন্তান বিমান ভৌমিকের বাড়িতে গেলেন পাপিয়া দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আবহে যারা প্রতিনিয়ত দেশবাসীকে সুরক্ষিত রাখতে সীমান্তে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বীর সেনানী রয়েছেন যারা ত্রিপুরার বীর সন্তান। তেমনই কুমারীটিলা এলাকার বিমান ভৌমিক বায়ুসেনাতে কর্মরত।

আজ তাদের বাড়িতে গিয়ে বিমান ভৌমিকের পিতা এবং স্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন বিজেপি সহ-সভাপতি পাপিয়া দত্ত। সঙ্গে ছিলেন ৬ আগরতলা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি তপন ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা।

এদিন পাপিয়া দত্ত বলেন, ভারত পাকিস্তান জঙ্গিদের আস্তানা ধ্বংস করতে বায়ু সেনার জওয়ানরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে একের পর এক অসাধারণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাদের এই পরাক্রমের জন্য গোটা দেশবাসী তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। ৬ আগরতলা মন্ডলের কুমারীটিলাতে বায়ুসেনাতে কর্মরত বিমান ভৌমিকের পরিবারের পাশে থেকে তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্যই এদিনের কর্মসূচি। এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যোগানদের পরিবারকে মানসিক শক্তি যোগানো এবং তাদের পরিবারের পাশে থাকাই একমাত্র লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।

অমরপুরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: আজ অমরপুর পুরাতন টাউনহলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত আগস্ট মাসের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস, অমরপুর বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা করে গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় বলেন, কৃষকগণ হচ্ছেন আমাদের অন্নদাতা। রাজ্য সরকার কৃষকদের কল্যাণে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। প্রতি বছর কৃষকদের উৎপাদিত ধান সহায়কমূল্যে ক্রয় করা হচ্ছে। কম জায়গায় যাতে বেশি ফলন হয় তারজন্য উন্নতজাতের বীজ সরকার সরবরাহ করছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধান ও বিভিন্ন জাতের ফসল চাষ করে অধিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সরকার কৃষকদের পাশে রয়েছে। অনুষ্ঠানে অমরপুর কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সুমিত ভট্টাচার্য্য জানান, অমরপুর কৃষি মহকুমায় বিগত বন্যায় ১২ হাজার কৃষকের বিভিন্ন ফসল নষ্ট হয়েছে। সেই কৃষকদের মধ্যে আজ ক্ষতিপূরণ বাবদ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সূচনা হয়। প্রতিটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা জমা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas